১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ
100% Pure
db
Dunmunbchkiy Products
মাত্র ২৬ টাকায় এক প্যাকেটে সকল
যজ্ঞ সামগ্রী
HAVAN SAMAGRI
Mob – 8902233863
Special Laxmi Puja and
Dipawali Samagri

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র – ২ আশ্বিন, ১৪২১ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.46, 13 September - 19 September, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

Job Placement and
training for Telecalling,
B.P.O, Sales, Back
Office etc.
Contact
033–64500533
7044137700

কলঙ্কের ছোঁয়া দূর করতে হবে মমতাকেই

ওঁকার মিত্র

পরশ পাথর ছবির কথা মনে পড়ে। মুখ্য চরিত্রে প্রখ্যাত অভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তী অভাবনীয় অভিব্যক্তিতে লোহাকে সোনায় পরিণত করছিলেন। পরশ পাথর ঠেকালেই সোনা। এমনকি রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অবাঞ্ছিত লোহার বলকেও সোনার বল করে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। তারপর শুধু সোনার হাতছানি, অর্থ, বৈভব, আরাম–আয়েস। শেষে পরশ পাথর ভ্যানিশ, সমস্ত রূপান্তরিত সোনা ফের লোহায় পরিণত।

ইদানিং রাজ্যে সারদা নামে সেই পরশ পাথরের সন্ধান মিলেছে। আর তুলসীর ভূমিকায় তার মালিক সুদীপ্ত সেন। যাকে সারদার স্পর্শ দিয়েছেন তিনি লোহা থেকে সোনায় পরিণত হয়েছেন। নেশার ঘোরে একবারও মনে হয়নি এ সোনা পরশ পাথরের সোনার মতই মেকি। ভ্যানিশ হয়ে গেলে ফের লোহায় পরিণত হতে হবে। লোভ আর লোভ। সুদীপ্ত তখন তার পরশ পাথর 'সারদা' নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর সোনা হবার আশায় ছুটে ছুটে আসছেন সর্বস্তরের মানুষ। পথের পাশে পথে থাকা কত অবাঞ্ছিতও সোনা হয়ে গেছেন সারদার ছোঁয়ায়।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এই প্রাচীন প্রবাদে যারা বিশ্বাস করেন তারা এমন পরিণতি নিয়ে খুব একটা সন্দিগ্ধ ছিলেন না। কিন্তু তা যে রাজ্যের রাজনৈতিক ভিতকে নড়িয়ে দেবে তা কেউই ভাবতে পারেন নি। পৃথিবীতে বহু কেলেঙ্কারি ও তার জেরে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। এ রাজ্যে এই প্রথম মুখোমুখি হল এমন এক আর্থিক কেলেঙ্কারির যেখানে এমন একজন মুখ্যমন্ত্রীর নাম শোনা যাচ্ছে যার সততা, ত্যাগের উপর নির্ভর করে এক দীর্ঘ অপশাসনের থেকে মুক্তি পেয়েছে রাজ্যবাসী। এমন একটা মন্ত্রীসভার সদস্যদের দিকে আঙুল উঠছে যেখানে মন্ত্রী আছেন এক প্রাক্তন সিবিআই অফিসার যিনি একসময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে জেলবন্দী করেছিলেন। এরাজ্যে চিট ফান্ড নিয়ে অতীতেও সোরগোল কিছু কম হয়নি। কিন্তু সারদা সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছে। এমনই তার মহিমা যে রাজনীতিক, আমলা, সাংবাদিক কেউই বাদ যায় নি এর কবল থেকে। স্বভাবতই এই ধরনের দিগন্ত বিস্তৃত এক কেলেঙ্কারির মুখোমুখি হয়ে বিভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী।

এই বিভ্রান্তি একমাত্র কাটাতে পারেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেমন বামফ্রন্ট আমলের দমবন্ধ শাসন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনই সারদার এই গুমোট আবহাওয়ায় উৎসবের মুহূর্তে তিনিই পারে খোলা হাওয়া বইয়ে দিতে। সারদা নিয়ে সরকার, আদালত, আইন তার নিজের পথ ধরেই চলবে। সেখানে আবেগের কোন স্থান নেই। কিন্তু শাসক দল তারা কি মানুষের আবেগ, অস্বস্তি, বিভ্রান্তি বুঝতে পারছে না? অবিলম্বে সারদা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলে তবেই স্বস্তি পাবে মানুষ। পরিবর্তনের জন্য ঝাঁপিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতারিত হয় নি এটা প্রমাণ করাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলীয় নীতি প্রকাশে যত দেরি করবেন তত গলার জোর বাড়বে বিরোধীদের, পিছিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন। সারদাকে জন্ম দিয়ে, এতদিন চুপ করে থেকে প্রচারের আলোয় উঠে আসছে সিপিএম। আর লোকসভা ভোটের সাফল্যকে হাতিয়ার করে পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। পিছনে পড়ে যাচ্ছে মমতা সরকারের ইতিবাচক কাজগুলো। সারদার পাশাপাশি শান্ত হয়েছে জঙ্গল মহল, চালু হয়েছে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, কন্যাশ্রী প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজে এসেছে সাফল্য, বেড়েছে সরকারি আয়। সব ছাপিয়ে এখন শুধু সারদার কলঙ্ক রাজ্য জুড়ে। এর জন্য অবশ্য কিছু হঠকারি সিদ্ধান্তও অস্বস্তি বাড়িয়েছে সরকারের।

তবে এমন আশঙ্কা যে মানুষের মনের কোনায় ছিল না তা নয়। বহু মানুষকেই প্রশ্ন ছুড়তে দেখা গেছে– মমতা ভাল, কিন্তু তার আশপাশ? এর উত্তর দিতে হবে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। কারণ তিনিই বঙ্গবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে মানুষ।

বেমানান ...

টালিগঞ্জ মেট্রোর মোড়। উত্তমকুমারের পূর্ণাবয়ব মূর্তির নীচে দৃষ্টিকটুভাবে অবহেলায় পড়ে রয়েছে মহান বিপ্লবী দেশপ্রাণ শাসমলের আবক্ষ মূর্তি। এ লজ্জা শুধু শহরের নয়। উত্তমকুমারেরও বটে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো এর প্রতিবাদই করতেন। কিন্তু আমাদের নেতা–মন্ত্রীরা এ লজ্জা দেখেও দেখেন না। জন্ম–মৃত্যু দিনে নেতা–অভিনেতারা ঘটা করে ফুল মালা দিয়ে চলে যান। তারপর দিনের পর দিন শুকনো মালা গলায় নিয়ে এইসব বিখ্যাত মানুষের স্ট্যাচু বাংলার মানুষের চোখে সামনে চেয়ে থাকেন। যেন আমাদের এই 'শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের' উৎসবকে বিদ্রুপ করেন। এ লজ্জা কার? কলকাতার রাজপথে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী থেকে শুরু করে শহিদ যতীন দাস, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীজনের প্রস্তর কঠিন স্ট্যাচুতে ফুল মালার পচন ও অপসারণ অনেক ক্ষেত্রেই ঝড় বৃষ্টির দাপটে হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রশাসন তৎপর থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না কলকাতার গর্ব এই স্ট্যাচুগুলি।
ছবি: শমিতা চৌধুরী

সব থেকেও প্রশাসন নির্বিকার

অবাধে ইলিশ ধ্বংস : ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যের

ডায়মণ্ড হারবার : সরকারি প্রচার আছে। আড়তগুলোতে নজরদারির জন্য কর্মীও রাখা আছে। কিন্তু সবকিছুর পরও রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে পাঁচশ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ। ব্যবসায়ীদের কোড নেম 'মোবাইল ইলিশ'। এ যেন বজ্র আটুনি ফস্কা গোরোর গল্প। মূলত সংরক্ষণের জন্য গত কয়েক বছর ধরে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পাঁচশ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। ছোট ইলিশ ধরলে এবং বিক্রি করলে জেল ও জরিমানার আইনও আছে। সেই মোতাবেক দফতরের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ, নামখানা, ডায়মণ্ড হারবারের মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে লিফলেট ও মাইক নিয়ে জোরদার প্রচারও চালায় দফতর। কিন্তু তারপরেও রমরমিয়ে ছোট ইলিশ বাজারে অবাধে বেচাকেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজ্যের অন্যতম বড় ইলিশের আড়ত ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারে। পাইকাররা সেই মাছ কিনে এরাজ্য এবং বাইরের রাজ্যে

বিক্রি করেন।

এখানে কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা থেকে ধরা ইলিশ পাইকারি বিক্রি হয়। গত কয়েক দিন ধরে এই আড়তে অবাধে ছোট ইলিশ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। আড়ত চত্বরে মাইক বাজিয়ে, লিফলেট, ফ্লেক্স টাঙিয়ে জোরদার প্রচারও চলছে একদিকে। কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন ধরা পড়বেনা। মূলত নামখানার মৎস্যজীবীরা নদীতে ইলিশ ধরেন। এদের জালেই বেশি ছোট ইলিশ ধরা পড়ে। এই মাছ বিক্রি হয় কাকদ্বীপ, নিশ্চিন্তপুর ও ডায়মণ্ডহারবার আড়তে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নগেন্দ্রবাজারের এক আড়তদার জানালেন, বেশিরভাগ ছোট ইলিশ এই আড়ত পর্যন্ত আনে না মৎস্যজীবিরা। তবে ছোট মাছ বেলা সাড়ে বারোটা থেকে বিকেল তিনটের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। আর সন্ধের পর শুরু হয় বড় মাছের বিক্রি। এই বেআইনি কাজে মৎস্যদফতর ও মহকুমা প্রশাসনের একাংশ সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জেলা মৎস্যদফতরের সহ–আধিকারিক (সমুদ্র) কিরণ দাস বলেন 'সরকারের পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবারের সুলতানপুরে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।' সেই দপ্তরের কর্মীরা মৎস্যদফতরের সঙ্গে যৌথভাবে ছোট ইলিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযান নিয়মিত চালান হবে। পাশাপাশি ইলিশ সংরক্ষণের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের প্রজনন এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবছর ইলিশের উৎপাদন এখনও আশানুরূপ নয় বলে মৎস্যজীবী সংগঠনের দাবি। আর মাসখানে চলবে ইলিশ শিকার। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, 'সরকার নতুন নিয়মে ২৩ সেমি দৈর্ঘের কম ইলিশ ধরার ওপর নিশেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাশাপাশি ৯০ মিমি কম ফাঁসের জাল ব্যবহারও করা যাবে না। কিন্তু বাজারে অনেক ছোট ফাঁসের জাল দেদার বিক্রি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে লোভে পড়ে অনেক মৎস্যজীবী ছোট মাছ ধরছে। সরকার ছোট ফাঁসের জালে বিক্রি বন্ধ করুন।''

শুধু ইলিশ ধ্বংস হচ্ছে তাই নয়, ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতিও। গঙ্গার ইলিশ রাজ্যের অর্থনৈতিক রোজগারে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আসে বৈদেশিক মুদ্রাও। কিন্তু প্রশাসনের ব্যর্থতায় ও অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজসে সেই রোজগারে ক্রমশঃ ভাঁটার টান। অবিলম্বে ইলিশ ধ্বংসের খেলা বন্ধ না হলে কয়েক বছর পর ইলিশ সূত্রে রাজ্যের আয় শূন্যে পরিণত হবে।

আধিকারিক ও কর্মীর অভাবে মাঠে মারা যাচ্ছে যুব দফতরের কর্মসূচী

কুনাল মালিক

আলিপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের কর্মসূচী বাম স্তমলের থেকে 'পরিবর্তনের' পর রাজ্যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই দফতরটিকে কর্মমুখর করতে এবং যুবমানসে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচী ঘোষণা করছেন। প্রতিবছর ব্লক থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত যুব উৎসব, পাইকা, বিবেকচেতনা উৎসব–সহ রাখী বন্ধন উৎসব, ব্লকের ক্লাব সংগঠনকে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান, যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান মেলা, ব্লক ও পুর এলাকার বিদ্যালয়গুলোকে খেলার জন্য আর্থিক অনুদান–সহ নানা কর্মসূচী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যুব দফতর আধিকারিক ও কর্মীদের অভাবে সঠিকভাবে তার কর্মসূচীর রূপায়ণ করতে পারছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লক ও ৭টি পুরসভার জন্য ৩৬ জন ব্লক যুব আধিকারিক থাকার কথা।

এরপর পাঁচের পাতায়

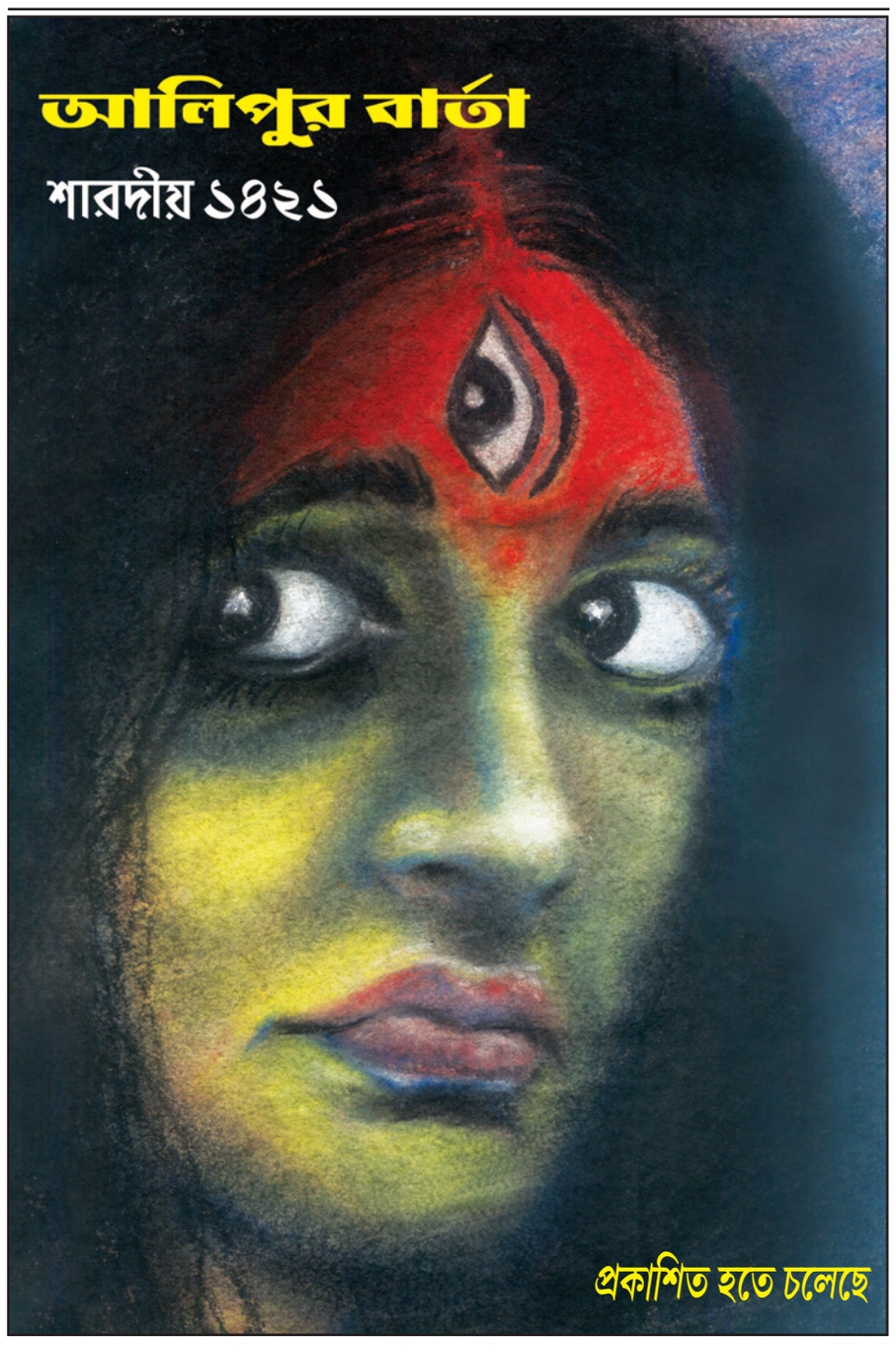

হিমালয়ে বন্যা, কখনও কেউ দেখেছে – কেন?

শক্তিভূষণ সরকার

বাংলা বন্যার জন্য বিখ্যাত। ফি বছর পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে গোটা বাংলার নানা জায়গায় বন্যা হয়ে থাকে। বানভাসি বাংলা বন্যায় অভ্যস্ত। কিন্তু রাজস্থান, পাকিস্থান, আফগানিস্থান ক্ষরা প্রবণ অঞ্চলের মানুষ বন্যা কি জিনিস জানত না। ওখানকার নদী–নালা বাংলার মতো নয়। তাই সামান্য ভারী বৃষ্টিতে এসব অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। আর হিমালয় অঞ্চলে হয় বরফপাত, ধস। কিন্তু বন্যার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। গত বছর উত্তরাখণ্ড, আর এবার কাশ্মীরসহ পাকিস্থানের অভিনব বন্যা দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত। হাওয়া অফিস এ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিতে অক্ষম । কিন্তু কেন এই অঘটন?

প্রকৃতিতে অঘটনের পিছনে থাকে কারণ। এর কারণ বহু আগে থেকেই আলিপুর বার্তায় আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করছেন না। আমরা ৩২ বছর আগে থেকে সতর্ক করে আসছি যে, মরু চাষ করলে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হবে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে মারণ কামড় দিচ্ছে। আমাদের কথা না শুনলে আরও দুর্গতি হবে।

নিয়ম হচ্ছে মরুভূমির কাছাকাছি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। মরু অঞ্চল থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তত বাড়ে। এ কারণে আগে রাজস্থান, পাকিস্থান, গুজরাট তেমন বৃষ্টি পেত না। মরু থেকে দুরবর্তী বাংলা, কেরালা, ত্রিপুরা, অসম বেশি বৃষ্টি পেত। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি কম। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহারে বৃষ্টি কম। বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশে আরও কম। শেষে রাজস্থানে বৃষ্টি হতই না। মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে কোটি কোটি গ্যালন জল কেরল থেকে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে ছেটাতে ছেটাতে বাংলা, ত্রিপুরা, অসম হয়ে উত্তর–পশ্চিম দিকে ছুটে যেত থর মরুভূমির টানে। মৌসুমী বায়ুর গতিপথ দেখলে বোঝা যায়, থর মরুভূমির নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু যেন লাটাইয়ের মতো টেনে আনছে ত্রিভঙ্গ মুরারি মৌসুমী বায়ুকে। আবার ভাদ্র মাসে সূর্য দক্ষিণায়ণে যাত্রা শুরু করলে নিম্নচাপের অবস্থান রাজস্থানের মরু অঞ্চল থেকে সরে সরে দাক্ষিণাত্যের পথ অনুসরণ করত। তার ফলে উত্তর–পশ্চিমের বাতাস ফিরে আসত মৌসুমীর চলা পথের উল্টো পথ ধরে। তখন ভূমধ্যসাগরীয় বাতাসের আগমণ ঘটত। সে বৃষ্টি শীতের সূচনা করত। পামীর মালভূমি বেয়ে একটা বৃষ্টির ধারা আসত – তবে তা বন্যার আকারে নয়। সে বৃষ্টিতে বরফ পাত হ'ত।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলার যন্ত্রণা রাস্তা–ঘাটে

বেহাল জিটি রোড, মাটি হতে পারে জগদ্ধাত্রী পুজোর আনন্দ

মলয় সুর

হুগলি: প্রতি বছর বর্ষাতে একই ছবি ঘুরে ফিরে আসে। তবু হুঁশ ফেরেনা প্রশাসনের। সম্প্রতি কয়েক দফার বৃষ্টিতেই জিটি রোডের একাধিক জায়গা কার্যত নরক হয়ে উঠেছে। কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে মেরামতির চেষ্টা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রাস্তার পিচ উঠে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। উঠে গিয়েছে পিচের প্রলেপ। কোথাও কোথাও গর্ত এতটাই বড় যে তাতে চাকা পড়লে গাড়ি উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ওই রাস্তার হাল ফেরাতে মগরা থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত জিটি রোডকে নতুন রূপে সংস্কার করার জন্য ঢালাইয়ের কাজ পুরোদমে চলছে। এই জিটি রোড রাস্তাটি সম্পূর্ণ সিমেন্ট দিয়ে ঢালাইয়ে তৈরি হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার উপর পিচ পড়বে। সড়ক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ৮০ কোটি টাকা কে এম ডিএ মঞ্জুর করেছেন। এর মধ্যে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী সরজমিনে দেখে যান।

এই জিটি রোড শেরশাহ আমলে তৈরি একেবারে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত। গুরুত্বপূর্ণ জিটি রোডের (গ্র্যান্ট ট্যাঙ্ক রোড) এই দুর্দশা নিয়ে বারবার আবেদন করা হলেও তেমন সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রত্যেকদিন এই রাস্তায় বহু লরি, ট্রাক, বাস, অটো ট্রেকার যাতায়াত করে। এখন আবার একদিকে ঢালা হয়েছে মালপত্র। কাজের জন্য রাস্তার পরিসর কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে যাওয়ার গাড়ির গতি কমে গিয়েছে। এসবের জেরে নিত্যদিন যানজট লেগেই থাকছে জিটি রোডে। ব্যাপক দুর্ভোগ পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, দেড়মাস মাত্র বাকি চন্দননগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর। তার আগে রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না হলে এবারও দুর্ভোগ কাটবে না মানুষের।

হাওড়া শহরের পুজো নিরানন্দ হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধ, হাওড়া: শহর হাওড়ার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তাঘাট এবারের পুজোর আনন্দ মাটি করে দিতে পারে। ৩০ বছর হাওড়া পুরসভায় ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্টকে হারিয়ে গত ২০১৩ নভেম্বরের শেষ দিকে হাওড়া পুরসভায় ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। বামফ্রন্ট শাসনকালে হাওড়ার রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর জরুরি কালীন ভিত্তিতে খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাটগুলির উন্নয়ন করলেও বর্তমানে তা আবার পুরনো চেহারায় ফিরে এসেছে। দরজায় কড়া নাড়ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এই মুহূর্তে বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে স্থানীয় বাসীন্দাদের পাশাপাশি বিভিন্ন পুজোর উদ্যোক্তরাও ক্ষিপ্ত।

সম্প্রতি হাওড়া শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক সভায় হাওড়া পুর প্রতিনিধি, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে পুজো উদ্যোক্তারা ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, অতি দ্রুততার সঙ্গে বেহাল রাস্তাগুলির সংস্কার করতে হবে।

হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তাগুলি পরিদর্শন করে দেখা গেল এইসব রাস্তা দিয়ে কোনও অন্তসত্ত্বা মহিলাকে বাড়ি থেকে চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসার পথেই প্রসব হয়ে যাবে। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় মাছ চাষ ও করা যেতে পারে। জায়গায় জায়গায় রাস্তাঘাটের বড় বড় গর্ত যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় জল জমলেই অসতর্ক হয়ে পথ চলায় সেই গর্তে পড়ে পা ভেঙে যাচ্ছে। শ্যামবিহারি নামে এক রিক্সা চালক বলেন, রিক্সা চালিয়ে আর কোনও লাভ নেই, খানাখন্দে পড়ে প্রায়শই রিক্সার চাকা, হপ, বল বিয়ারিং, রিং ফেটে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। সেই গাড়ি সারাতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। হাওড়া শহরে কিছুদিন হল চালু হয়েছে টোটো গাড়ি। সেই গাড়ির চালকেরাও একই অভিযোগ করছেন। কদমতলার বৃন্দাবন মল্লিক লেন, চ্যাটার্জি পাড়া, আনন্দ দত্ত লেন, অক্ষয় চক্রবর্তী লেন, জয় নারায়ণবাবু লেন–সহ একাধিক রাস্তা বর্তমানে মরণ ফাঁদে পরিণত।

হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা প্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তী বলেন, 'বিগত ৩০ বছর হাওড়া পুরসভায় ক্ষমতা থাকায় বামফ্রন্ট হাওড়া পুরসভার রাস্তাঘাটের কিছু উন্নয়নই করেনি। আমরা ২০১৩'র শেষ দিকে হাওড়া পুরসবার ক্ষমতায় এসে রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ শুরু করেছি। ধাপে ধাপে রাস্তাঘাটগুলির উন্নয়ন করা হবে।

অপরদিকে বিরোধী কাউন্সিলারদের বক্তব্য, উন্নয়নের কথা বলা হলেও তা হচ্ছে খাতা কলমে। বাস্তবে উন্নয়ন হচ্ছে না। উন্নয়নের নামে শুধু ফাঁকা আওয়াজ দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

ডুবন্ত প্রৌঢ়াকে বাঁচিয়ে হিরো ডায়মন্ডহারবারেরর গৌতম

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার: মঙ্গলবার সকাল ৯টা। জোয়ারের জলে কানায় কানায় ভরা ডায়মন্ডহারবারের জেটিঘাট এলাকার হুগলি নদী। সঙ্গে আছড়ে পড়ছে ভারী ঢেউ। নদীতে প্রতিদিনের মতো চিংড়ির মীন ধরছিলেন ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বছর পঁচিশের যুবক গৌতম বসু। হঠাৎ দেখলেন মাঝ নদীতে মানুষের মাথা। পাকা চুলের কেউ একজন ভেসে যাচ্ছেন। দেখা মাত্র গৌতম সাঁতরে চলে যান মাঝ নদীতে। ততক্ষণে স্রোতের টানে সেই মাথা চলে গিয়েছে আরও দূরে। কাছে গিয়ে দেখেন এক প্রৌঢ়া হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রৌঢ়ার হাতটা কোনওমতে ধরে টানতে থাকেন গৌতম। কিন্তু প্রৌঢ়া নেতিয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। বড় বড় ঢেউ ঢেউ কেটে এগোনো রীতিমত চ্যালেঞ্জের কাজ। গৌতম নিজেও ক্রমে ঢেউয়ের দাপটে নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকেন। মাঝ নদীতে এই ঘটনা দেখে জেটিঘাটের ফেরি সার্ভিসের কর্মী–সহ প্রচুর সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েন। নদীর পাড়ে লোক দেখে চিৎকার শুরু করেন গৌতম। তাঁর চিৎকার শুনে ফেরি সার্ভিসের কর্মীরা নৌকোর মাল ওঠানো নামানোর বড় কাছি মাঝ নদীতে ছুঁড়ে দেয় গৌতমের উদ্দেশ্যে। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর কাছি ধরে গৌতম। এক হাতে কাছি আর অন্য হাতে প্রৌঢ়ার হাত শক্ত করে ধরেন গৌতম। নদীর পাড় থেকে কাছি ধরে টানতে থাকেন কর্মীরা। প্রায় আধ ঘণ্টার পর প্রৌঢ়াকে নিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছন গৌতম। নদীর জল খেয়ে তখন নিস্তেজ বছর আশির প্রৌঢ়া। কাঁপুনি দিয়েছে প্রৌঢ়ার শরীরে। শক্ত করে ধরে গৌতমের এক হাত। কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ হয়ে ছিলেন প্রৌঢ়া। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে নতুন শাড়ি কিনে এনে পরিয়ে দেন গৌতম। খাওয়ানো হয় গরম দুধ।

কিন্তু কি করে প্রৌঢ়া মাঝ নদীতে চলে গেলেন? অনেক চাপাচাপিতেও মুখ খুলতে চাননি তিনি। পরিবার ও সন্তানদের ওপর গভীর অভিমান থেকে মুখে কুলুপ দিয়েছেন প্রৌঢ়া। সেই সত্যটা ধরা পড়ে তাঁর কথায়। নিজের নাম মঞ্জু মাইতি বলে জানান পরে। কিন্তু কোনওমতেই বাড়ির ঠিকানা জানাননি। তবে জানা গিয়েছে প্রৌঢ়ার তিন ছেলে। ছেলেদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সকালে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। মঞ্জুদেবীর কথায়, 'খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। কোনও দোকান ছিল না। তাই জল খেতে নদীতে নেমে পড়ে যাই। তারপর কিছু মনে নেই।' বলেই হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়ার জীবন বাঁচিয়েও কিছুটা ম্রিয়মান গৌতম। তিনি বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম কোনও দেহ ভেসে যাচ্ছে বুঝি। তারপরেও কেন জানি না মনে হল দেখি না কে ভাসছে। কাছ গিয়ে হাত ধরে টানার সময়ও বৃদ্ধার কোনও জ্ঞান ছিল না। সঙ্গে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কোনওমতে শুধু ধরে পাড়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম। পরে কাছি ফেলতে পাড়ে আসতে সুবিধা হয়। বাঁচাতে পেরে খুব ভাল লাগছে। মঞ্জুদেবী বাড়ি ফিরতে চান না। যেতে চান মেয়ের কাছে। তবে শর্ত একটাই পৌঁছে দিতে হবে গৌতমকে। বিকেলে শহরের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দফতরে পৌঁছে দেওয়া হয় মঞ্জুদেবীকে।

সাফাই কর্মাচারী বৈঠকে জেলা প্রশাসনকে পরোক্ষে হুঁশিয়ারী কেন্দ্রের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণা: উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে গেলেন কেন্দ্রিয় সরকারের সাফাই কর্মচারীর জাতীয় কমিশনের সদস্য বিজয় কুমার। বুধবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিজয় কুমার সহ জাতীয় কমিশনের ছয় সদস্যের একটি দল ছিল এই বৈঠকে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক ট্রেজারি অদ্বীপ রায় সহ কাঁচরাপাড়া ও হালিশহর এই দুটি পুরসভার বেশ কয়েকজন সাফাই কর্মী। বিজয় কুমার সাফাই কর্মীদের মুখ থেকেই তাদের বিভিন্ন সুবিধা–অসুবিধার কথা জানতে চান। সাফাই কর্মীরা জানান, সাফাইয়ের সরঞ্জাম চাহিদা মতো সঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয় না। দস্তানা, মুখোশ ইত্যাদিও ঠিকমতো পাওয়া যায়না। এমনকি তাদের ছেলেমেয়েদের কোনও নামী স্কুলে সাফাইকর্মীর ছেলেমেয়ে বলে ভর্তি নেওয়া হয়না। সাফাইকর্মীদের মুখ থেকে এইসব অভিযোগ শুনে বিজয়কুমার ব্যাপক ক্ষুব্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছ থেকে এর উত্তর দাবি করেন। কিন্তু তাঁর উত্তরে বিজয়কুমার সন্তোষপ্রকাশ করেন না। উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি জানান, কেন্দ্রিয় সরকার সাফাই কর্মচারীদের উন্নয়নকল্পে ৩০০ হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, উত্তর চব্বিশ

পরগনার জেলার মোট পুরসভা সংখ্যা ২৭টি। তার মধ্যে মাত্র দুটি পুরসভার সাফাইকর্মীরা কেন উপস্থিত, এই প্রশ্নও করেন তিনি অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে। এই সাথে এই বৈঠকে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁরা উপস্থিত না থাকায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজয় কুমার। এইসঙ্গে অনুপস্থিতদের তালিকা তিনি পার্লামেন্ট কমিটির কাছে জমা দেবেন বলে সাংবাদিকদের জানান। প্রসঙ্গত, বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন জেলাশাসক সঞ্জয় বনশলকে জেলাশাসকের পদ থেকে বদলি করেছিল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন পরবর্তীতে তাঁকে আবার এই পদে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্বাসনের পরে মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয় বনশলকে জেলাশাসক পদে পুনর্বহাল করেন। কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টিকে তখন থেকেই সুনজরে দেখেনি, বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। নির্বাচনে জয়লাভের পর বিজেপি আসার ও নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজ্যে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে বিজেপি বলেও মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞমহল।

রাজ্য সরকাররে কোষাগারে কানাকড়ি আসছে না

কুনাল মালিক

আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হুগলি নদী থেকে অবাধে বালি তুলে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা চলছে। অথচ রাজ্য সরকারের কোষাগারে কানাকড়িও জমা পড়ছে না। রায়পুর থেকে বুড়ুল ফেরিঘাট এলাকার মধ্যে নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় এই অবৈধ বালি ব্যবসা জমে উঠেছে। তেলাড়ি এলাকায় রীতিমতো যন্ত্রচালিত মোটর লাগিয়ে নদী থেকে বালি কাটা হচ্ছে। সূত্রের খবর এর পিছনে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার মদত আছে।

বুড়ুলের কাছে নদীতে ভাঁটার সময় বিশাল চড়া পড়ে যায়, তখন কয়েকশ নৌকো ওই চড়ায় বালি কেটে বোঝাই করে। তার বিভিন্ন ফেরিঘাটে জোয়ারের সময় নৌকোগুলো থেকে নদীর পাড়ে বালি জমা করা হয়। সেখান থেকে লরি ও ট্রাকে করে বালি ভর্তি হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। রায়পুরে এক নৌকোর মালিক জানালেন, তারা ২০০ সিএফটি বালির জন্য ৯০০ টাকা পান। নদীর পাড়ে বালি কারবারিরা অফিস করে বসে আছেন। তারাই বালি কিনে নেন। আগে ব্লক ভুমি রাজস্ব দফতর বালির লরির জন্য একটা ফি আদায় করত, তাও সংগঠিত ভাবে নয়। বর্তমানে এই বিষয়টি সেচ দফতরের আওতায় পড়েছে গত তিন মাস আগে। দফতরের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি বা এজেন্সীকে এক মুঠো বালি কাটার আদেশ দেওয়া হয়নি। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ নদীর বাঁধে বালি রাখায় এবং ট্রাক চলাচল করায় নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ডি রায়পুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, এই এলাকার ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষরা নদীতে আর মাছ পায় না। বাধ্য হয়ে তারা বালি কাটার মাধ্যমে কোনও রকমে জীবীকা নির্বাহ করছে। সেচ দফতর যদি এদের স্পল্প মূল্যে বালি কাটার অনুমতি দেয় তাহলে ভাল হয়।

বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। বিডিওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি। সেচ দফতরের সঙ্গেও আলোচনা করব। গরিব মানুষদের জীবীকা বাঁচিয়ে যাতে রাজ্য সরকারের কোষাগারে অর্থ আসে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করব।

কলকাতা পুরসভায় অর্থ সংকট, উন্নয়ন তলানিতে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: দু'একটি নয় প্রতিটি মাসিক পুর অধিবেশনে মেয়র শোভন চ্যাটার্জি উচ্চ স্বরে বলে চলেন পুরসভার অর্থের অভাব নেই। অভাবে কোনও কাজ আটকে যায় তা পুরসভা চায় না। অর্থের কথা কাউকে ভাবতে হবে না। পুরসবার সমস্ত উন্নয়নমূলক জারি থাকবে। কিন্তু দিন কয়েক পূর্বে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে পুরসভার বেহাল আর্থিক অবস্থা নিয়ে জোরালো উদ্বেগ প্রকাশ করেন খোদ পুর মহাধ্যক্ষ খলিল আহমেদ। আহমেদ সাহেব জানান, যেবাবে পুরসভা চলছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোই মুশকিল হবে। এই পরিস্থিতিতে তিনি বিভাগীয় প্রধানদের রোজগার বাড়ানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু একাংশ পুর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এই পরিস্থিতির জন্য বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ডের হঠকারিতা, খামখেয়ালিপনা এবং অদূরদর্শিতাই দায়ি। যাঁরা আর্থিক কারণে সম্পত্তি কর দিতে পারছেন না তারা কর মকুবের আবেদন করলে পুরসভা বিবেচনা করবে, ঘোলা জল এবং পুকুরের সম্পত্তি কর কমিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মেয়র। আর সেই ঘোষণার কারণেই অনেকেই সম্পত্তি কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

এদিকে পুরসভার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া নতুন করে কোনও কাজের অনুমতি দিচ্ছে না অর্থ দফতর। কেবল বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে যাওয়াতে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। অর্থাভাবে ঠিকাদারদের পাওড়াগণ্ডাও মেটানো যাচ্ছে না। গত এপ্রিল পর্যন্ত ঠিকাদারদের বকেয়া মেটানো হয়েছে।। আনুমানিক ৭০ কোটি টাাক বকেয়া পড়েছে। টাকা না পেয়ে অনেক ঠিকাদার আর পুর কাজ করতে চাইছে না। টাকার অভাবে উন্নয়নমূলক কাজ আটকে যাচ্ছে। হোর্ডিং–এ মোটা টাাক দর হাঁকিয়েছে পুরসভা। ফলে হোর্ডিং আটকে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পুর আয় বাড়ানোর সমস্ত রাস্তাই বন্ধ। বিভাগীয় প্রধানরা আয় বাড়ানোর কোনাও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিবিধভাবে পুর–কোষাগার ভরিয়ে তুলেছিলেন। অব্যবহৃত পুর জম বিক্রি করে কয়েকশো কোটি টাকার একটা 'ফিক্সড ডিপোজিট' গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৩৪০ কোটি টাাক ফিক্সড ডিপোজিট রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ড সেই ফিক্সড ডিপোজিটের প্রায় পুরো টাকাটাই ভেঙে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শহরজুড়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। কিন্তু সেটা রক্ষণাবেক্ষণেই প্রতি বছর ১০০ কোটি টটাকা বাড়তি ব্যয় হচ্ছে। আর রাজ্য সরকারের কাছ থেক কোনও আর্থিক সাহায্য আসছে না। তা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের দায়ভার পুরসভাকেই বহন করতে পুরকর্তাদের মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা।

সুদূর নেপাল থেকে কলকাতায় এসেছেন কিছু নেপালী বন্ধু, কলকাতার মিষ্টি তৈরি শেখার জন্যে। মিষ্টি অনুশীলনে সাহায্য করেছে গিরীশ চন্দ্র দে এবং নকুড় চন্দ্র নন্দী। সাত দিনের এই কর্মশালায় রসগোল্লা, জলভরা তালশাঁস, খিরকদম, গুলাবপাত্তির মতো বেশি কিছু অভিনব মিষ্টি তারা শিখেছে নেপালে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের এবং সেখানে যাওয়া কলকাতাবাসীদের খাওয়াবে বলে। ছবি: উৎপলকুমার রায়

বাজারের উত্থান অব্যাহত থাকবে, মোক্ষম সুযোগ সম্পদশালী হওয়ার

শুদ্ধাশিস গুহ

কখনই কোনও ব্যাপারে অতিরিক্ত আতিশয্য যেমন ভালো নয়, তেমনই কোনও কিছুকে অযথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাও অনুচিত। এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার তার লাইফ টাইম উঁচুতে বিরাজ করছে। এই সময়ে দেখা যাচ্ছে অনেক ওস্তাদের আগমন ঘটছে এই বাজারে। মানে যাদের বলা চলে সুখের সময়ের আবির্ভাবকারী। পাড়ার দুর্গা পুজোর সময়ে এই জাতীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে অনেক ঝকমারি অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায়শ ই হয়ে থাকে। এরা না লাগে হোমে না লাগে যজ্ঞে। অথচ সব ব্যাপারে এদের হামবড়াপনা প্রায়শই চোখে পড়ে। শেয়ার বাজারেও এই পণ্ডিতদের উপস্থিতি কোনও অংশে কম নয়। কিছু বুঝুক চায় না বুঝুক সব ব্যাপারে খবরদারি করে নিজেদের মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে এদের আটকে রাখা একরকম অসম্ভব। ফলে যা হওয়ার হয়ও তাই। এদের কথায় বা এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই ভুলভাল শেয়ার খরিদ করে বসেন। ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে হাহুতাশ করা ছাড়া কোনও গতি থাকে না। তাই বাজারের এই ভালো সময় দাঁড়িয়ে লগ্নিকারীদের প্রতি পরামর্শ কোনও টেনিদা বা কেল্টুদা'র কথায় পড়ে শেয়ার কিনবেন না। বাজার ভালো আছে বলে লাভ করাটা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য। কিন্তু তা বলে ফাটকা খেলতে গিয়ে একদম ডুবে যাবেন না যেন। হাতের টাকা মানে নিজস্ব ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যে অর্থ আছে তার ওপর ভিত্তি করেই এগনো উচিত। কোনও ওস্তাদ বা ব্রোকারের কথায় নেচে উঠে ধারে ট্রেডিং করতে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার। এর ফলে ফতুর হতে সময় লাগে না কিন্তু। তাই সবসময় দেখে বা মেপে পা রাখা উচিত এই শেয়ার বাজারে। কারণ মনে রাখা দরকার এই শেয়ার বাজার হল ভুলভালাইয়ার মতো। এখানে প্রবেশ করা যতটা সহজ, বেরনো ততটা নয়। পদে পদে ছড়ানো রয়েছে লোভের হাতছানি। যদি একটু পদস্খলন হয় তবে পতন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। তাই সতর্ক হয়ে, আবেগকে বশে রেখে তবেই শেয়ার বাজারে লগ্নি করা উচিত। অত্যধিক আবেগপ্রবণতা এই বাজারের পক্ষে মানানসই নয়।এটা ঠিক এই বাজার অনেককেই মালামাল করে দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা একদিনে বাস্তবায়িত হয়নি। প্রচুর আত্মত্যাগ, তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে তা সাকার হয়েছে। একটি ছোট ভুল সেই আশা–আকাঙ্খাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। আর পাঁচটা ব্যবসার মতোই এই বাজার থেকে লাভ আশা করতে পারেন।

অর্থনীতি

একইসঙ্গে নিজের প্রয়োজনের কথাটাও মাথায় রাখা উচিত। এমন করা উচিত নয় কখনই যা বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলে না। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লাভের ফসল ঘরে তোলা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য যারা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে টাকা বিনিয়োগ করতে চান তাদের কথা আলাদা। তাদের প্রয়োজন নেই রোজকার ট্রেডিংয়ের দিকে। তা ও এইসব ঘুমন্ত লগ্নিকারীদের প্রতিও আবেদন বাজার শীর্ষে থাকাকালীন যদি নিজের হারের শেয়ার ভালো অবস্থানে অর্থাৎ লাভজনক জায়গায় থাকে তা একবার বেচে দেওয়া উচিত। কারণ এমন নয় যে দামে তা বিক্রি করা হল পরে তা আর পাওয়া যাবে না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে একটু অপেক্ষা করার পর বিক্রি করে দেওয়া শেয়ার আবারও সেই দামে ফিরে এসেছে। তাই হতাশ হওয়ার জায়গা নেই এখানে বড়জোর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। তারপর শুধু যে শেয়ারটা বিক্রি করেছেন সেটাই যে পুনরায় কিনতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দিয়ে রাখেনি। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে গত রিশেসনের কথা। যে আর্থিক মন্দায় জেরবার হয়েছিল গোটা আর্থিক বিশ্ব। গেল গেল রব উঠেছিল। বেশ মনে আছে সেইসময় এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠেছিলেন ভারতীয় নিফটি নাকি তলিয়ে যেতে বসেছে এক হাজারের রসাতলে। সেই বোদ্ধাদের থোতা মুখ ভোতা করে বাজার কিন্তু ফের গর্জে উঠেছে। উত্থানের এই সময়ে এই ভীতসন্ত্রস্তদের ভূমিকাই পুরো পালটে গিয়েছে। এরা এখন জয়ধ্বনি দিচ্ছেন নিফটির দশ হাজার, ১৫ হাজার পেরনো নিয়ে। ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। কি আজব এইসব পাবলিক? হাওয়া দিয়ে বেড়ানোই এদের একমাত্র কাজ। তাতে কে কী ভাবল তার কর্ণপাত করে না এরা। কিন্তু আমাকে–আপনাকে মানে শেয়ার বাজারের যারা আম–আদমি তাদের তো আবার এদের কথায় ভেসে গেলে চলবে না। না হলে পা পিছলে আলুর দম হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওএনজিসি, ইনফোসিস, টিসিএস, সান ফার্মা, অ্যাবট, আইটিসি'র মতো ব্লু চিপ শেয়ার কিন্তু যে কোনও সময়তেই উপযোগী। কিছু শেয়ার আছে যারা অনেক সময়ে আমাদের দু'হাত ভরিয়ে দেয়। একসময় এইরকমভাবেই ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করতে দেখা গিয়েছিল জয় কর্পোরেশনের মতো শেয়ারকে। অস্বাভাবিকভাবে এদের দাম বেড়েছিল একই কথা প্রযোজ্য সেলান এক্সপ্লোরেশন, অ্যাবন অফশোর ইত্যাদি সম্পর্কেও। যাদের ঝুলিতে এইসব শেয়ার সময় থাকতে পোরা হয়েছিল তারা কিন্তু লাভ করেছেন বেশ ভালো পরিমাণেই। তাই বলে সবাই যে এইরকম বিপুল পরিমাণ অর্থ রোজগার করতে পারবেন তা নয়। বরং বলাবাহুল্য বাজারে ভুলভাল শেয়ার কিনে ঠকতে দেখা যায় অনেককেই। তাই পড়াশুনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত শেয়ার কেনার ব্যাপারে। তাছাড়া যে শেয়ার কেনা হচ্ছে সেই কোম্পানির সম্পর্কে ভালো মতো অধ্যয়ন করে নেওয়া উচিত। মানে যে সংস্থার শেয়ার কেনা হচ্ছে তার মালিকানা, অংশীদারিত্ব, ব্যবসার প্রকৃতি, মূলধন, তাদের পণ্যের উপযোগিতা ইত্যাদি নিয়ে খুটিনাটি খোঁজখবর করে দেখা জরুরি। শেয়ার কেনার সময়ে টেকনিক্যালস দিকটা দেখাও অত্যন্ত দরকার। বিশেষ করে শেয়ারটির একবছরের দাম, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অবস্থান ইত্যাদি পড়ে নেওয়া খুব প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতীয় শেয়ার বাজার তার লাইফ টাইম উঁচুতে অবস্থান করছে। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই উত্থানলগ্নে নেতৃত্ব দিচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজির শেয়ার এবং ফার্মা বা ওষুধ শিল্প সংক্রান্ত সংস্থাগুলি। এদের মধ্যে অনেকেই এই মুহূর্তে তুঙ্গে রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখনীয় হল টিসিএস, ইনফোসিস, অ্যাবট, অমৃতাঞ্জন প্রভৃতি। যেভাবে বাজার এগোচ্ছে তাতে নয়া রেকর্ড করতে অপেক্ষমান আরও বেশ কয়েকটি শেয়ার। আইটি এবং ওষুধের পাশাপাশি গাড়ি শিল্পেও এখন ইতিবাচক

দিক তৈরি হয়েছে। হিরো, মারুতি প্রভৃতি চেনা নাম নিজেদের প্রতি সুবিচার করা শুরু করে দিয়েছে। এই সেক্টরগুলি যেভাবে নিজেদের খেলা দেখাচ্ছে তাতে আশাবাদী হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবারের এই উত্থানে বেশ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে। সরকারি ব্যাঙ্কের চেয়ে অনেকটাই ভালো পারফরমার হল বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি। তাও বাজার আশা করছে যে সময়মতো জ্বলে উঠবে সরকারি ব্যাঙ্কগুলিও। এদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসবে তা হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এখন তার যা দাম তাতে বাজারের অনুপাতে এসবিআইকে আন্ডার ভ্যালু রূপে বিবেচনা করা হচ্ছে। এইরকম নাম আরও কিছু রয়েছে। শেয়ার বাজারের নিয়ম অনুযায়ী হয়তো দেখা যাবে আগামীতে নতুন কিছু স্টক বা সেক্টর তাদের খেলা দেখাবেন। সেই দিকেই তাকিয়ে গোটা আর্থিক বিশ্ব। বিশেষ করে ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই সুদিনে নরেন্দ্র মোদির ম্যাজিক কাজ করছে বলেও মনে করছেন বহু বিশেষজ্ঞ। একইভাবে মার্কিন মুলুকের আর্থিক সুস্থিতি ফিরে আসাটাও ভালো লক্ষ্মণ হতে চলেছে নিঃসন্দেহে। সারা দুনিয়ার এখন নজর মোদির শাসনাধীন ভারতের দিকে। আগামী দিনে আর্থিক বাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করবে এই ঘুমন্ত দেশ। এই অভিমত শোনা যাচ্ছে বাজার এক্সপার্টদের মুখে। সেক্ষেত্রে নামিদামি সংস্থার এমনও ভবিষ্যতবাণী যে ভারতের সেনসেক্স নাকি আগামী ৪ বছরের মধ্যে ১ লক্ষের ঘরে পৌঁছে যাবে। আর নিফটি তখন ছুঁয়ে ফেলেতি পারে ৩০–৩৫ হাজারের ঘর। সত্যিই আচ্ছেদিন ভারতীয় অর্থনীতির দরবারে।

রাজ্যে নানা দফতরে ৮১টি শূন্য পদে লোক নেওয়া হবে, যথাসম্ভব শীঘ্র যোগাযোগ করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি :পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরে নানা পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১১/২০১৪। শূন্যপদের বিন্যাস – (আইটেম নং ১) পদ– ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের ফ্যাক্টরিজ সার্ভিসের জন্য)।

মোট শূন্যপদ: ৫। (১টি তপশিলি জাতি, ২টি তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত)।

বেতনক্রম: পে ব্যান্ড ৪অনুযায়ী মূল বেতন ১৫৬০০–৪২০০০ টাকা। সঙ্গে ৬৬০০ টাকার গ্রেড পে এবং আনুষঙ্গিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

বয়সসীমা: ১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের হিসেবে বয়স হতে হবে ৩৫ বছর বা তার মধ্যে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশ। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা প্ল্যান্টে ন্যূনতম পাঁচ বছর কাজের অভিজ্ঞতা লাগবে। যথাযথ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ছাড় পাওয়া যাবে।

(আইটেম নং ৩ডি) পদ: ভেটেরিনারি অফিসার (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের অধীনে ব্লক অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারের জন্য)।

মোট শূন্যপদ: ৩৬(২৯ পদ তপশিলি জাতি, ৭ পদ তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত)।

বেতনক্রম: পে ব্যান্ড ৪এ অনুযায়ী মূল বেতন ১৫৬০০–৪২০০০ টাকা। সঙ্গে ৫৪০০ টাকার গ্রেড পে এবং আনুষঙ্গিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাস্টার ডিগ্রি উত্তীর্ণ এবং প্রথম বিভাগে ব্যাচেলর ডিগ্রি উত্তীর্ণ, সরকারি অনুমোদিত সেকেন্ডারি স্কুলে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, কর্পোরেট লাইফের উন্নতি ঘটানোর ক্ষমতা এবং সেকেন্ডারি স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার ক্ষমতা থাকতে হবে। সেকেন্ডারি এডুকেশনে সাম্প্রতিক উন্নতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে হবে। বাংলাভাষায় সপ্রতিভ হতে হবে। এডুকেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকবে এবং অ্যাডমিনিস্টেট্রিভ কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

(আইটেম নং ৫) পদ: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের অধীনে)।

মোট শূন্যপদ: ২২ (৪টি পদ তপশিলি জাতি, ৫টি পদ তপশিলি উপজাতি, ৩টি পদ ওবিসি 'এ' ক্যাটাগরি ও ১টি পদ তপশিলি 'বি' ক্যাটাগরি এবং ১টি পদ দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত)।

বেতনক্রম: পে ব্যান্ড ৪এ অনুযায়ী মূল বেতন ১৫৬০০–৪২০০০ টাকা। সঙ্গে ৫৪০০ টাকার গ্রেড পে এবং আনুষঙ্গিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র পদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে। একবছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং, স্টাডি, রিসার্চ বা প্রাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
বয়সসীমা: ১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের হিসেবে বয়স হতে হবে ৩২ বছর বা তার মধ্যে। যথাযথ ক্ষেত্রে

এছাড়া আরও কয়েকটি উচ্চপদে নিয়োগ করা হবে। সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইটে।

আবশিক যোগ্যতা: প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা জরুরি। নেপালি এলাকার জন্য নেপালি ভাষা জানতে হবে।

আবেদন ফি: ২১০ টাকা। কলকতা জিপিও–তে ভাঙাবার যোগ্য ক্রসড পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে আবেদন ফি দিতে হবে 'Secretary, Public Service commission, West Bengal'–এর অনুকূলে। ট্রেজারি চালানের মাধ্যমেও ফি দেওয়া যাবে '0051–00–105–State PSC Examination fees–001–Examination fees–16 other fees' শিরোনামে ট্রেজারি চালান দিতে হবে। রাজ্যের তপসিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

আবেদন পদ্ধতি: www.pscwb.org.in. ওয়েবসাইট থেকে আবেদন পত্রের বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন। সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খামে ভরে রেজিস্ট্রি করে অথবা স্পিড পোস্ট অথবা আন্ডার সার্টিফিকেট পোস্টিংয়ের মাধ্যম নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। খামের ভেতরে দিতে হবে আইপিও বা ট্রেজারি চালান, নিজের ঠিকানা লেখা দুটি এনভেলপ, একটি পোস্ট কার্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে জাতিগত শংসাগত ইত্যাদির প্রত্যয়িত বা স্বপ্রত্যয়িত ফটোকপি। সম্প্রতি তোলা ও নিজের সই করা একটি পাসপোর্ট মাপের ছবি আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা: Secreatary, Public Service Commission, West Bengal, 161–A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata–700026. এছাড়া কাজের দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কমিশনের অফিসে (ঠিকানা: 161–A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata–700026.) গিয়ে এনকোয়্যারি কাউন্টারে সংশ্লিষ্ট নথি–সহ ফর্মটি মুখবন্ধ খামে ভরে জমা দেওয়া যাবে। আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের মধ্যে।

কাজের খবর

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মেষ: লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে এই যোগটি শুভদায়ক হইয়াছে। পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সকলের ভালবাসা এবং সাহায্য পাবেন। নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। খাওয়া–দাওয়ায় সাবধান থাকবেন। আর্থিক শুভ।

বৃষ: ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন কিন্তু বাধা আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

মিথুন: আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। জল থেকে সাবধান থাকবেন। শত্রুতা করলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

কর্কট: লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। জমি–জমা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ পরিবেশ শুভ হলেও খুব বুঝে চলতে হবে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, কথা কম বলবেন।

সিংহ: স্বমহিমায় আপনি অন্যের কাছে প্রিয় হবেন। সুনাম, যশ বজায় থাকবে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। জমি–জমা ও গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

কন্যা: বাধার মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে পারবেন। মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা বাধার যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি এবং পূর্বকাল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সু–সম্পন্ন করতে পারবেন।

তুলা: অত্যন্ত অশুভ যোগটির কিছুটা খণ্ডন হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে আগের তুলনায় শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ধীরে ধীরে গৃহে শান্তি ফিরে আসবে। অর্শ, আমাশয়ের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: মনের শক্তি ফিরে পাবেন। পিতার সাহায্য লাভ করবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগও রয়েছে। নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমির ক্ষেত্রে কোনওকিছু না করাই ভাল।

ধনু: শিক্ষায় বাধা আসবে। মনের শান্তি বজায় রেখে চলতে পারবেন না। শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। বন্ধুরা শত্রুতা করলেও ক্ষতি করতে পারবে না। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। পায়ে আঘাত লেগে চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। যে কোনও দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে যাবেন না। কথাবার্তায় সংযত থাকতে হবে।

কুম্ভ: নতুন কর্মলাভের যোগ। প্রভুত্ব করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

মীন: বুদ্ধির দোষে ক্ষতির যোগ। জম–জমা সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মুখ্যমন্ত্রী কলঙ্কিতদের সরান

রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের কাণ্ডারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের পরিবর্তনে ব্যথিত। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ এক লড়াকু জননেত্রীর রাজনৈতিক উত্থানকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত এবং নারী নিগ্রহের কোনও কোনও মদত দাতার প্রতি সদয় হয়েছেন, তাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন এমন একটা ভাবনা খোদ তৃণমূলের বহু একনিষ্ঠ কর্মীকে হতাশ করেছে। রাজ্যের ভাবমূর্তিতে সারদা কাণ্ডের নানা সংবাদ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কোথাও কোথাও অভিযোগের আঙুল দল এবং দলের নেতৃত্বের দিকেও উঠছে। সুদীপ্ত সেনের উত্থান এক দিনে হয়নি। তার সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং রথি–মহারথিদের পকেটে পুরে নেবার অসীম দক্ষতার নেপথ্যে ক্ষমতাশালী রাজনীতিকদের যে আশীর্বাদ ছিল তা আজ শহর কলকাতা থেকে গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার মানুষ যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, বিশ্বাস হারিয়েছেন তাঁরা কেউ কেউ জীবন দিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়ে গিয়েছেন এই সমাজের কাছে। দুর্নীতি নিয়ে কোনওরকমের রাজনৈতিক খেলা দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সিবিআই কিংবা সিট যাঁরাই আজ সারদা সাম্রাজ্যের বিস্তার ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করছেন বা করেছেন জনগণের চোখে গণমাধ্যমের দৌলতে সমস্ত কিছুই আজ ক্রমশ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

পরিবর্তনের সরকারের কাছে মা–মাটি–মানুষের সম্মান, একটু নিরাপত্তা আর একটু ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিল রাজ্যের মানুষ। বিশেষ করে যাঁরা গত বামফ্রন্টের কোনও কোনও নেতার ঔদ্ধত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের জীবন বাজি রেখে 'মমতা' নামক এক প্রতিবাদী প্রতীকের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিলেন। বিগত জামানায় অনিল বসু, বিনয় কোঙারদের প্রত্যাখান করেছিল তাঁদের অশোভন উক্তির জন্য। পরবর্তীকালে তাপস পাল'রা সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন যথার্থভাবে। তবু আজ তাঁরা মা–মাটি–মানুষের কাছে ব্রাত্য নন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহের আশীর্বাদে তাঁরা আজ দলের এবং জনপ্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদায় আসীন। যে অম্বিকেশ মহাপাত্র কার্টুন কাণ্ডে ধিক্কৃত হয়েছিলেন, যে শিলাদিত্য নিরীহ প্রশ্ন তুলে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন আজ তাঁদের চেয়েও গুরুতর অন্যায় করা সত্ত্বেও তাপস–মনিরুলের দল মহিরুলের তলায় নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্নে দল করে চলেছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বেলুড় মঠে শান্তির সন্ধানে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তিল তিল করে গড়ে তোলা তৃণমূল পরিবারে যে সমস্ত আগাছা এবং কলঙ্কিত ব্যক্তিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁদের পরম মমতায় লালন করায় অশান্তি বেড়েছে, দলের ভবিষ্যৎও সাধারণের চোখে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে। তাপস–মনিরুলদের কিংবা কুণাল–রজতদের বিরুদ্ধে দ্রুত দলনেত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং সম্ভাব্য কুলাঙ্গারদের দল থেকে সরিয়ে দিলে এক দিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকত, তৃণমূলের সততা নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের হীনমন্যতায় ভুগতে হত না, তেমনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে 'মা সারদার' নামাঙ্কিত 'স্ক্যাম'–এর জেরে বঙ্গবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জিত হতে হত না। সময় এখনও আছে ড্যামেজ কন্ট্রোলের। সবপক্ষেরই শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই কাম্য।

অমৃত কথা

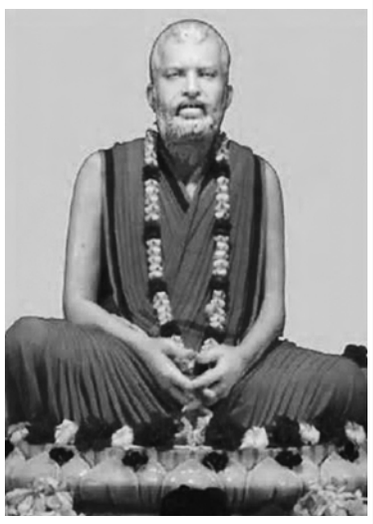

৩২০। এক ব্রাহ্মণ একটি বাগান তৈরি করেছিল। সে দিন রাত তার পেছনে লেগে থাকত। একদিন একটা গরু এসে ব্রাহ্মণের অনেক যত্নের একটা গাছ খাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ তাই দেখে রেগে অন্ধ হয়ে গরুটাকে বেদম মারল। গরুটা মরে গেল। সকলেই গো হত্যার জন্য ব্রাহ্মণকে দোষ দিতে লাগল। ব্রাহ্মণ কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করে না, সে বলে আমার দোষ কি? আমি গো হত্যা করিনি, আমার হাত মেরেছে, তা হাতের দেবতা ইন্দ্রই এ কাজ করছে। অতএব গো হত্যার জন্য যদি কারও পাপ হয়ে থাকে, তবে সে পাপ ইন্দ্রের হয়েছে–আমার দোষ কি? ইন্দ্র দেখলেন, মহা বিপদ, অতএব তিনি ব্রাহ্মণকে নিজের দোষ বোঝাবার জন্য এক বামুনের বেশ ধরে সেই বাগানে গিয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'এ বাগানটি কার মশাই?'

ব্রাহ্মণ বললে – আজ্ঞে 'আমার'।

ইন্দ্র – বেশ বাগান, আপনার মালিটিও বেশ ভাল, দেখুন দেখি কেমন সাজিয়ে গাছগুলো পুঁতেছে?

ব্রাহ্মণ – আজ্ঞে ও সব আমিই দাঁড়িয়ে থেকে পুঁতিয়েছি।

ইন্দ্র – বটে, বটে – তা আপনার বাগানের রাস্তাটিও বেশ হয়েছে। এগুলো কারা করেছে?

ব্রাহ্মণ – আজ্ঞে ও সবাই আমার করা।

ইন্দ্র – বটে, বটে – সবই আপনার করা, তবে খালি গরুটা মরবার বেলাই বুঝি ইন্দ্র এসেছিল।

ফেসবুক বার্তা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

বাম সংকট : ত্রিপুরা লাইন কি বিকল্প পথ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বামফ্রন্ট সরকার নয়নের মণি, রক্ত দিয়ে রক্ষা করব আমাদের সরকার। উনিশশো আশির দশক থেকে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, দেওয়াল লিখন, নেতাদের বক্তৃতায় এই অঙ্গীকার করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় বসার পর থেকে ২০১১–র মে মাস পর্যন্ত একটানা ৩৪ বছর সরকারে থাকার রেকর্ডের অহংকারে ভুলে গিয়েছিল, ইতিহাসের নিয়ম পরিবর্তন। এই পরিবর্তন বা পতনের শুরুটা হয়েছিল ২০০৯ সাল থেকে। ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ১৯৯টি আসন নিয়ে সিপিএম–সহ বামফ্রন্টকে ছিন্নমূল করাটা ইতিহাসের সিলমোহর পড়ল। তারপর উপনির্বাচন–পঞ্চায়েত–লোকসভা নির্বাচনে জনগণ নয়নমণি বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করেছে। পশ্চিমবঙ্গে 'বিমান' যাত্রার বিশ্বাসযোগ্যতার তেল তলানিতে ঠেকেছে। জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সিপিএম সম্পাদক পদে সূর্যোদয়ের কথা উঠে এসেছে। বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টে নতুন সূর্যের ভোর দেখার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু সংগ্রামের ক্যাডাররা তো পিঠ বাঁচাতে হয় নিজ এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ, নয়তো তৃণমূলে অথবা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। নতুন প্রজন্ম এখন দল– প্রতিবাদ–বিপ্লব বোঝে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বাকি থাকে মধ্যবয়সী আধা বৃদ্ধ। যারা হয় আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতায় অথবা পার্টি থেকে চাকরি–অধ্যাপনা বা বড় পদ লাভ করেছেন, তাদের নিয়ে আর যাই হোক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা যায় না। তবে পোড় খাওয়া বামপন্থীদের একটা দাওয়াই কাজ দিয়েছে, বিশৃঙ্খলিত তৃণমূল দলকে নিশ্চিহ্ন করতে ধান্দাবাজ তৃণমূলী নেতাদের হাত ধরে বামপন্থী ধান্দাবাজ ক্যাডারদের এই দলে যোগ দিলে আদি বনাম নব্য তৃণমূলী সংঘর্ষ, ধর্ষণ –শ্লীলতাহানি, দুর্নীতিতে ভরে যাবে। তার ফায়দা বামপন্থীরা লাভ করবে। বিধি বাম। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বামপন্থীদের মেরুদণ্ড সোজা হয় নি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নবতিপর বৃদ্ধ সম্পাদক অশোক ঘোষের হতাশা, তাদের দলের নিচুতলার কর্মীরা দল ছাড়ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক একটা আসনও ধরে রাখতে পারেনি। ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি–সিপিআই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এই ছোট দলগুলি ক্ষমতায় না থাকলে কেউ পাত্তা দেয় না। স্বাভাবিকভাবেই অর্থের বড় সঙ্কট। রাজ্য ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টিকে অর্থ যোগানের জন্য বারাসতের চিত্ত বসু ভবনের একতলা স্বর্ণ ব্যবসায়ের শো–রুম লিজ দিতে হয়েছে। কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে এই লেনদেন হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সিপিআই দলের অতীতে সঞ্চিত অর্থ কিছুটা হলেও জমা রয়েছে বলে নেতাদের সংসার চলছে। আরএসপিরও একই অবস্থা। ব্যতিক্রম সিপিআইএম। কংগ্রেস–বিজেপির পর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃতীয় ধনপতি মেহনতি দল যাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। পার্টি থেকে পত্রিকা সম্পাদক সবার অ্যাকাউন্টে জমা আছে প্রায় দুশো কোটি টাকা। ইলেকশন ওয়াচ নামক একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে পার্টির গচ্ছিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বছরে সুদ পায় ১২.২ কোটি টাকা। তবে যেভাবে পার্টির সক্রিয় সদস্য সংখ্যা কমেছে তার ফলে লেভির পরিমাণ কমেছে।

অর্থবৈভব বামফ্রন্টের দাদা সিপিএমের থাকলেও জনসমর্থনের ভাটায় লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম একমাত্র ২টি আসন দখল করে তৃতীয় ফ্রন্টের স্বপ্ন নীল হতে দেয়নি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম দলের মধ্যে সিপিএম ৩.২ শতাংশ ভোট গত লোকসভা নির্বাচনে লাভ করেছে। বাকি বাম দলগুলির ভোট প্রাপ্তির হিসাব শতাংশেই আসে না। প্রয়াত বিশিষ্ট মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ক্রিয়েম্যানের ছাত্র প্রাক্তন করপোরেট বুদ্ধিজীবী প্রকাশ কারাত এবং একদা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের তুর্কী সীতারাম ইয়েচুরির কমিউনিষ্ট বিলাসের ভাগ সাধারণ মানুষ বোঝে না। অথচ পার্টির মাথা এই পরভোজী এলিট শ্রেণী, ধ্রোপ দুরন্ত এলিট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভরণ–পোষণের খরচ বেশি দেয় পশ্চিমবঙ্গ–ত্রিপুরা লবি। পার্টির অন্দরমহলের খবর অনর্গল ইংরেজি না বলার অপবাদে এই দুই রাজ্য থেকে অজয় ঘোষের পর জাতীয় স্তরে পার্টির সম্পাদক পদে কেউ নির্বাচিত হতে পারেনি। আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে পাঁচ বারের সম্পাদক প্রকাশ কারাতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই দুই রাজ্য পার্টিকে মুখবুজে সমর্থন করতে হবে দক্ষিণী লবির আধিপত্যে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের নাম।

১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিআইএম হওয়ার পর থেকে অজয় ঘোষ, মুজফর আহমেদ, অরুণ বসু, জ্যোতি বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কাছে দক্ষিণী লবি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। নাম্বুদ্রিপাদ–বাসবপুন্নিয়া–সুন্দরাইয়া–রণাদভের শ্রেণী বিপ্লব তত্ত্ব ম্লান হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্টদের মধ্যপন্থা নীতির কৌশলের কাছে। কমরেড পি সি যোশী অবশ্যই মধ্যপন্থী জ্যোতি বসুদের নীতি মত সমর্থন করেছিলেন বলে নকশাল আন্দোলনকে সিপিআইএম সমর্থন করেনি। আন্নাকুলাম শঙ্করম নাম্বুদ্রিপাদের মৃত্যুর পর হরকিষাণ সিং সুরজিত পার্টির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার পর উদারীকরণ–বিলগ্নিকরণ বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের লাইনকে মার্কসবাদী সংস্কারের সিলমোহর দেয়। জ্যোতি বসুর মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের গুরুত্ব দিল্লির রাজনীতিতে কমতে থাকে। দিল্লির কমিউনিষ্টদের কাছে অবশ্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মার্জিত আচরণ এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার পারদর্শিতা তাঁর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

প্রাক্তনমুখ্যমন্ত্রীনৃপেণচক্রবর্তী, দশরথ দেবের পর মানিক সরকার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব–সততার দ্বারা ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের বিজয় রথকে টেনে চলেছে। কেরল–পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক নির্বাচনে বামফ্রন্ট যখন বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে তখন ত্রিপুরায় বিধানসভা, লোকসভা এমনকী সাম্প্রতিক ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বামফ্রন্টের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা বজায় রেখেছে। ২০১১ সালে কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে ৩৬.৯১ শতাংশ ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে তা কমে ৩২ শতাংশ ভোট পায়। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় ৩৫.৯৩ শতাংশ লোকসভা তা কমে ২৯ শতাংশ হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বিধানসভা নির্বাচনে ৫০টির মধ্যে ৪২টি আসন, শতাংশর হিসাবে ৮৫ ভাগ। লোকসভায় ২টির মধ্যে ২টি আসন দখল রাখে। এমনকী অতি সম্প্রতি ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচনে ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। কংগ্রেস অথবা তৃণমূল কংগ্রেসের দমকা হাওয়া নিম্নবিত্ত জনগণকে টলাতে পারেনি।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের এই হাল কেন? প্রশ্নটা করেছিলাম বর্ষীয়ান কমিউনিষ্ট নেতা তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকারকে। তিনি বললেন, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ সিপিএম বড় দল হলেও অন্যান্য সহযোগী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয়। পার্টি কোনও ভাবেই মাতব্বরি করে না। আদিবাসী দলিত জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে সামাজিক বিপ্লবে রূপ দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এখানে ধর্মীয় লোক সংস্কৃতি ত্যাজ্য নয়। জনগণের লোকধর্ম–উৎসবকে উৎসাহ দেওয়া হয়। বিভিন্ন পুজো–পার্বণে লোকাল কমিটির সম্পাদক, সদস্যরা যুক্ত থাকে। 'সর্বহারা জনগণের কাছে আমরা নতজানু।'

পশ্চিমবঙ্গের পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ নেতা থেকে ক্যাডার সবার মধ্যে বাবু কালচার–দম্ভ–মাতব্বরি ভাব। প্রান্তিক জনগণের সঙ্গে নেতাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাবুরা পার্টি অফিসে বসে দল চালায়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েতকে প্রান্তিক ভূমিহীন মানুষের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার সাধু প্রচেষ্টা নিয়েছিল। কিন্তু উনিশশো আশির দশকের শেষ দিক থেকে পঞ্চায়েত হয়ে ওঠে পার্টিতন্ত্রের আখড়া। পঞ্চায়েত প্রধান নয় লোকাল কমিটির সম্পাদকের সিদ্ধান্তই হল শেষ কথা। ২০১৩–র নির্বাচনে তৃণমূল দলের জয় লুম্পেন রাজনীতি প্রাথমিক কারণ হলেও গ্রামের প্রান্তিক মানুষ চেয়েছিল দাসতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে। অপারেশন বর্গার নামে বামফ্রন্টের বংশবদরা স্বনামে বেনামে জমির পাট্টা গ্রামের হারাণ মন্ডল পেলেও জমির মালিকানা কিন্তু শহরের বাবুর হাতে থেকে গিয়েছে। আর জমি দালালরা এই জমির মালিকানা কিনে পাট্টা প্রাপক কৃষককে ভূমিচ্যুত করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গবেষক প্রভাত দত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ভূমি সংস্কার নীতির স্বার্থক রূপায়ণ যদি পশ্চিমবঙ্গে হতে পারতো তাহলে পার্টি বিপ্লবের পরিবর্তে শ্রেণী সংগ্রামের সামাজিক বিপ্লব সফল হতো।

বাম বিশ্লেষণের ইতি টানি, বিশিষ্ট বামপন্থী ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ–র Patriots and Partisans নামক গ্রন্থে সিপিআইএমের ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের কারণ পর্যালোচনা তুলে ধরে। তিনি ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে বামফ্রন্টের পরাজয় তুলনা করে লিখেছেন, Both elections witnessed, released of a suppressed anger, a mass anger of citizen subject to the actions of an increasing by arbitrary and bratal state তবে কংগ্রেসের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও ক্রোধ তিন বছর বাদে প্রশমিত হয়েছিল জনতা দলের সরকার চালানোর অক্ষমতায়। ১৯৮০–র সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্ষমতার মসনদে ফিরে আসে। কিন্তু বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিদ্বেষ কমেনি, বেড়েছে। তিনটি নির্বাচন এটাই প্রমাণ করে।

এই বায়োডাটা আমার ভাই–এর, এটা কাউকে বলতে পারব?

দীপককুমার বড় পণ্ডা

যুবকটিকে এই ট্রেনে এলেই আমি দেখতে পাই। অনেকদিন যাচ্ছি এই ট্রেনে। আমরা যেখানে বসি, পাশের সারিতেই তিনি বসেন। তবে, ওঁর সঙ্গে কথা হয়নি কোনোদিন। দেখেছি, ওঁরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেশ গল্প করেন। ওঁরা অনেকটা সময় যেটা করেন, সেটা হল এক বন্ধুকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা। যাঁকে নিয়ে এই ঠাট্টা চলে, সেই সুজিতও মনে হয় ব্যাপারটা উপভোগ করেন। এই নিয়ে বেশ হৈ হৈ চলে। তখন আমাদের সারির লোকেরা রাজ্য–রাজনীতি নিয়ে নানা গুলতানি করেন।

আমি প্রথমে যাঁর কথা বলছিলাম, তিনি সুনীল, সুনীল বিশ্বাস। সুনীলের সঙ্গে সকালে একসঙ্গে গেলেও সন্ধের সময় একসঙ্গে যাই না। কিন্তু সেদিন মাঝেরহাট স্টেশনে ওঁর সঙ্গে দেখা হল মাঝেরহাট–রানাঘাট লোকালে। দু'জনে রানাঘাট লোকালে এক কামরায় উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার গ্রুপ কোথায়, আজ একা? এতদিনে ওঁর সঙ্গে এটাই আমার প্রথম কথা। উনিও যেন মুখিয়ে ছিলেন, কথা বলবেন বলে। বললেন, আজ একটু আগে চলে যাচ্ছি। ওরা পরের ট্রেনটায় যাবে। ওটাতেই অন্যদিন ফিরি। আজ মায়ের শরীরটা ভালো নেই, তাই আগে যাচ্ছি।

– কেন, মায়ের কী হয়েছে? জানতে চাই ওঁকে।

কোনো উত্তর পাই না। সুনীল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। ট্রেন চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিমাউন্ট রোড স্টেশন এসে গেল। এখানে একটা লাশ কাটা ঘর আছে। হয়তো সেই লাশ কাটা ঘর থেকে একটা উৎকট গন্ধ আসছে। যেসব লাশ নেওয়ার লোক আসে না সেগুলোতো এখানে কিছুদিন পচতেই থাকে। কিছু লোক হুড়মুড়িয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে চাপা একটা গুঞ্জন। হয়তো এঁরা লাশ কাটা ঘর থেকেই আসছেন। সাধারণত অস্বাভাবিকভাবে মরা মানুষদের এখানে এনে কাটাছেঁড়া হয়। শুধু কি মরা মানুষকে কাটাছেঁড়া হয়, ওদের পরিবারের বেঁচে থাকা মানুষগুলোও ওই আওতা থেকে বাদ যান না। হয়তো ওঁরা ওই আলোচনাই করছেন, অথবা ডেডবডি নিয়ে কোনো পলিটিক্স চলছে। এরপর কী হবে, এইসব ভাবনা চলছে। এসব বোঝার চেষ্টা আপাতত করছি না। সুনীলের মায়ের কী হয়েছে, সেটা বলেননি উনি, ওটা ভাবছি।

হঠাৎ সুনীল বলেন, মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট–এ মরলে পোস্টমর্টেম–এর জন্য নিয়ে আসে। কিন্তু বেঁচে থাকা মানুষদের নিয়ে কাটাছেঁড়া করা হয় না।

– কে করবে, কী দরকার এইসব?

খানিকটা দার্শনিক ভঙ্গিতে সুনীলকে এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। সুনীল বলেন, আজকে আমার একটা ঘটনা বলি আপনাকে। দেখুন তো, ওটা কাটাছেঁড়া করা যায় কিনা। একটা বিষাদের হাসি হাসেন উনি। সুনীল সেদিন যা বলেছিলেন, সেটা শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল। আবার ভালোও হয়েছিল সুনীলের মতন মানুষকে দেখে।

ঘটনাটা এবার একটু খুলে বলি। সুনীলের দাদা অনিল একটি বিখ্যাত তেল কোম্পানির ফাইনান্স ম্যানেজার। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আর সুনীলের বাবা রেলে চাকরি করতেন। কেন জানি, ছেলেকে বড় অডিটর বানানোর স্বপ্ন ছিল তাঁর। সেই কারণে বেতনের পুরোটাই খরচ করতেন সংসার আর ছেলের পড়াশোনার জন্য। কোনো সঞ্চয় করেননি কোনোদিন। অনিল বাবার স্বপ্নটা জানত। তাই লেখাপড়ায় কোনো অবহেলা করেনি কোনোদিন। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েই অনিল তেল কোম্পানিতে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি পান। ততদিনে অনিলের বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। ছেলে চাকরি পাওয়াতে বাবা–মায়ের দু:শ্চিন্তা দূর হয়। কারণ, শুধুতো বড় ছেলে নয়, ছোটো ছেলে সুনীলওতো আছে, সে তখন ক্লাস টুয়েলভ–এ পড়ে। অনিল বলে, 'বাবা, তুমি চিন্তা কোরো না। ভাইকে মানুষ করার দায়িত্ব আমার। তোমাকে এ নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। আমার জন্য তো তোমার জীবনের সবটা গেছে।' অনিলের বাবা নিশ্চিন্ত হন। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, 'শুনছ, অনিল কী বলছে।' বাবা–মা দু'জনেই আহ্লাদিত হন ছেলের কথায়।

কিন্তু, ভাগ্যদেবতা আড়ালে মুচকি হাসছিলেন। এরপর অনিল বিয়ে করে। বিয়ের কয়েকদিন পর অনিলের বউ বলে, 'আমি এখানে থাকব না। বাবা সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনে দেবে, ওখানেই থাকব আমরা। শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে থাকতে পারব না।' অনিল প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করে স্ত্রীকে। কিন্তু অনিলের স্ত্রী সাথী কিছুতেই রাজী হয় না। বাধ্য হয়ে অনিল–সাথী আলাদা সংসার পাতে। উঠে যায় সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। বাবা, মা পড়ে থাকেন সোদপুরের ভাড়া বাড়িতে। অনিলের বাবা–মায়ের জীবনে কালো পর্দা নেমে আসে। প্রথম দু'এক মাস অনিল বাবা–মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। পরে ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়। টাকা দেওয়াও পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। একদিকে সংসার, অন্যদিকে ছোটো ছেলের পড়ার খরচ, কীভাবে চলবে বুঝতে পারেন না, অনিলের চাকরি থেকে অবসর পাওয়া বাবা। 'বাবা–মাকে ছেড়ে চলে যাওয়াটা বাবা মানতে পারলেন না। ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগলেন। একদিন বাবার স্ট্রোক হল। হাসপাতালে ভর্তি করার সুযোগ হল না। বাবা চলে গেলেন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সুনীল।

গঙ্গার তীর দিয়ে ট্রেনটা চলছে। এই রাস্তায় ট্রেন ধীর গতিতে চলে। এখানকার জন্য এটাই রেল–এর নিয়ম। রেল লাইনের ওপর দিয়ে লোক যাতায়াত করে, কয়েক জায়গায় কিছু ঝুপড়ি আছে, এইসবের জন্য রেল ধীরে চলার নিয়ম রেখেছে। কিছুক্ষণ পর ট্রেন বিবাদি বাগ স্টেশনে ঢুকল। অনেক মানুষ হুড়মুড়িয়ে উঠলেন। এঁরা নিত্যযাত্রী। উঠেই অনেকে তাস খেলার আয়োজন করে ফেললেন। এ নিয়ে বহুবার অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ট্রেনে তাস খেলাটা বন্ধ হচ্ছে না। সুনীলের আজ কোনদিকে খেয়াল নেই। তিনি বলে যাচ্ছেন সমস্ত ঘটনা। যেন নিমেষের মধ্যে সব শেষ করতে হবে। তখন সুনীল ক্লাস টুয়েলভ–এর ছাত্র। দুর্গাপুরে হোস্টেলে থাকে। মাথায় তার আকাশ ভেঙে পড়ল। বাবার কোনো সঞ্চয় নেই। মাকে দেখবে কে, হোস্টেলে রেখে পড়ার খরচ জোগাবে কে – সব সমস্যার সমাধানের জন্য সুনীলকে পড়া ছাড়তে হল। কিন্তু মা–ছেলের চলবে কিসে? আত্মীয় স্বজনরা সবাই হা–হুতাশ করলেন কয়েকদিন, তারপর যে যার কাজে মগ্ন হলেন। সুনীল অথৈ জলে পড়ল।

উপায় ভাবতে ভাবতে ছোটদের টিউসান পড়াতে শুরু করলেন সুনীল। কিন্তু টিউসানের কয়েকটা টাকায় কি আর চলে দুটো প্রাণীর? সে আর কত টাকা? 'এমন দিনও এল যেদিন রাত্রে বাড়িতে খাবার নেই। মাকে জল মুড়ি দিয়ে নিজে না খেয়ে শুয়ে পড়েছি।' সুনীলের চোখের কোণটা চিকচিক করে ওঠে। বলে, 'বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা এসে প্রচুর লোক খাওয়াল, শ্রাদ্ধ–শান্তি করল ঘটা করে। কিন্তু মা–র চলবে কিসে ভাবল না। একদিন একটা সাদা কাগজে আমার বায়োডাটা সুন্দর করে লিখলাম। দাদার হাতে দিয়ে বললাম, কাউকে একটু বলবে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে। তোমার তো অনেক যোগাযোগ আছে। আমার সামনে দাদা বায়োডাটাটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, এই বায়োডাটা আমার ভাই–এর, এটা কাউকে বলতে পারব? তুই তো উচ্চমাধ্যমিকই পাশ করিসনি। কাউকে এটা বলব কী করে? আমি এতবড় কোম্পানির ফাইনান্স ম্যানেজার, আমার একটা প্রেস্টিজ নেই!'

এরপর আর কোনোদিন সুনীল দাদার সঙ্গে দেখাও করেননি। অনিলও ভায়ের কিংবা মায়ের কোনো খোঁজ নেননি। এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মাধ্যমে আগে পুজোয় মায়ের জন্য একটা শাড়ি পাঠাতেন। এখন সেটাও বন্ধ।

– এখন মা কেমন আছেন? জানতে চাই।

– বলছিলাম না, মা ভালো নেই। জানেন, একেবারে ভালো নেই। শুধু চিন্তায় চিন্তায় মা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ ভাবে, আমার চলবে কিসে। ভাবে, দাদা এত বড় চাকুরে, আর তার ভাইয়ের কী করুণ অবস্থা!

আমার মনে তোলপাড় ওঠে, সুনীল এখন কী করেন? প্রতিদিন যে ট্রেনে যাতায়াত করেন, তাতে যা রোজগার হয়, সেটা কি সংসার চলার মতন নয়? কিন্তু, এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই না। সাহস হয় না। একবার ভাবি, সুনীলের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করি। সুনীল আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কোনো কথাই আর জানতে চাই না। ট্রেনটা দমদম স্টেশনে ঢুকে পড়ে। ভিড়টা গেটের দিকে এগিয়ে যায়। আমিও সেই ভিড়ে মিশে যাই।

– এখন মা কেমন আছেন? জানতে চাই।

– বলছিলাম না, মা ভালো নেই। জানেন, একেবারে ভালো নেই। শুধু চিন্তায় চিন্তায় মা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ ভাবে, আমার চলবে কিসে। ভাবে, দাদা এত বড় চাকুরে, আর তার ভাইয়ের কী করুণ অবস্থা!

প্রথম পাতার পর ...

হিমালয়ে বন্যা

বর্তমানে মরুচাষ করায় মৌসুমীর গতিবেগের পথ শুকিয়ে গিয়েছে। গোটা ভারতে মৌসুমী নেই। যে বৃষ্টি বর্ষায় হয়েছে তা শুধু নিম্নচাপের বৃষ্টি। মূর্খ আবহাওয়াবিদরা এই নিম্নচাপের বৃষ্টিকেই 'মৌসুমী' আখ্যা দিয়ে বাজার মাত করেন। মরু চাষের কুফল হিসেবে রাজস্থানের থর মরুভূমির সুগঠিত নিম্নচাপ (L) সরে এসেছে মধ্যভারতের বিশাল অংশ জুড়ে। তাই রাজস্থান, পাকিস্থান, আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে গরমভাব আগের চেয়ে কমেছে। মধ্য ভারতের নিম্নচাপ (L) বাংলার বর্ষাকে যেমন তাড়াচ্ছে, তেমনি উত্তর–পশ্চিমের অঞ্চলে অফুরন্ত মেঘ টেনে এনে বর্ষার প্লাবন ঘটাচ্ছে। হিমালয় অঞ্চলও ওই টান থেকে বাদ পড়ছে না। তাই হিমালয় ঘনীভূত হচ্ছে বর্ষার মেঘ। এই চলনের বেগ বেশি জোড় পায় না। তাই নববধূর মতো দু পা–এক পা করে এগিয়ে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দাঁড়িয়ে যেমন বৃষ্টি ঘটায়, ঠিক তেমন ফর্মুলায় হিমালয় সন্নীহিত কোনও অঞ্চলে দাঁড়িয়ে মেঘেরা জল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অতি বৃষ্টি দেয়। চলনের গতিবেগ বেশি থাকলে ওই সম্মিলিত মেঘপুঞ্জ অন্যত্র ছুটে যেত। কিন্তু তাদের ছোটাবার জন্য দরকার 'মরুভূমি' নামক প্রাকৃতিক যন্ত্র দানবের উনুন। যে উনুনকে সরকার জল দিয়ে মেরে রেখেছে। তাই হিমালয়েরর ফাঁক ফোঁকরে আচমকা মেঘ ঢুকে অতি বৃষ্টি ঘটিয়ে তৈরি করছে বিপর্যয়। গত বছর উত্তরাখণ্ড এই বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, এবার হ'ল কাশ্মীর! আগামীবার হিমালয় সন্নীহিত আরও একটি অঞ্চলকে এই বন্যার শিকারের জন্য প্রতিক্ষা করতে হবে। মরু চাষ বন্ধ না করে সরকার নিয়মিত মরুভূমিকে সবুজ করতে চাষের পরিধি বাড়িয়েই চলেছে। এতে মৌসুমী আজ মৃত। মরুভূমি মৌসুমীর চলার পথকে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে চালিত করে ভারতকে যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত সোনার অলংকারে সাজিয়ে রেখেছিল সে ঐশ্বর্যের পরিধানকে খুলে নেওয়া হয়েছে। তাই প্রকৃতি আজ ক্ষুব্ধ। এক একটা থাপ্পর মারা শুরু হয়েছে। হিমালয়ের বন্যা তার একটা সামান্য নজির মাত্র!

প্রথম পাতার পর ...

যুব দফতরের কর্মসূচী

অফিস আছে ৩৩টি। কিন্তু বর্তমানে আছে মাত্র ১০ জন যুব আধিকারিক। একজন আধিকারিককে ৪–৫টি ব্লকের দায়িত্ব সামলাতে হয়। গ্রুপ–ডি কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যেমন তাপস কুমার দেব নামে এক যুব আধিকারিককে বজবজ–১, বজবজ–২, পূঁজালী পুরসভা, বজবজ পুরসভা ও মহেশতলা পুরসভার দায়িত্ব সামলাতে হয়। আবার স্বপন মণ্ডলকে বিষ্ণুপুর–১, বিষ্ণুপুর–২, ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের দায়িত্ব সামলে জেলায় যুব দফতরের কাজকর্মও দেখতে হয়। এর ফলে তাদের ওপর চাপ বাড়ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব দফতরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্তাধিকারিক জানালেন, আধিকারিক ও কর্মীর সমস্যা আগেও ছিল এখনও আছে। শুধু আমাদের জেলায় নয় সারা রাজ্যেই একই অবস্থা।

চেনা ছবির বাইরে ...

এক সার্থক জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন পুতুল বাবু

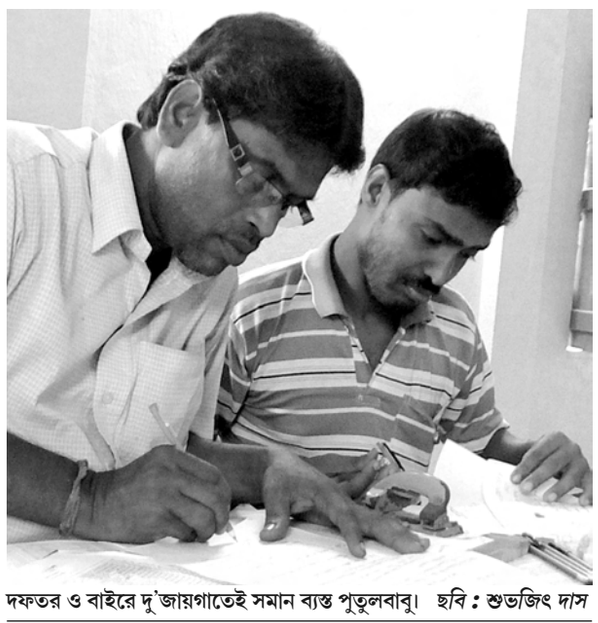

দফতর ও বাইরে দু'জায়গাতেই সমান ব্যস্ত পুতুলবাবু। *ছবি : শুভজিৎ দাস*

মেহবুব গাজি

স্বাধীন ভারতে জন্ম নিয়েও নানা বিষয়ে এখনো আমরা পরাধীন চাওয়া ও পাওয়ার বিস্তর বৈষম্য মানুষকে জেদী করে তোলে। এক রাশ রঙ্গীন স্বপ্ন নিয়ে শৈশবের হাসিখুশির দিনগুলোতে শপথ নেয় আমরা বড় হয়ে কিছু একটা করে দেখাব। বিবেকানন্দর ভাবধারা মতে কর্মই হোল ধর্ম। এমনি এক স্বপ্নিল স্মৃতি নিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পড়াশোনা শিখে বড় হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের পুতুল চন্দ্র হালদার। মেধা ও যোগ্যতার পরিচয়ে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক করে তোলার গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। অবসর সময়টা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান পুতুল বাবু। কারও পড়াশুনার খরচ বইছেন, কাউকে ঘর বাঁধতে আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেছেন। চিকিৎসার অভাবে মৃতপ্রায় রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যান। সবার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় এগিয়ে চলার পথ মসৃণ হয়। বহু মানুষের আবদারে মানুষের সেবার জন্য সমাজের মঙ্গলের জন্য নির্দল প্রার্থী হিসাবে ডায়মণ্ড হারবার ৬ নং ওয়ার্ডে পুরভোট প্রার্থী হলেন। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে বিজয়ী হলেন। ব্যস মানুষের প্রত্যাশা মত মানুষের জন্য কাজ করার নতুন দিগন্ত খুলে গেল। বহু সমস্যা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমাধান করেন। ডায়মণ্ড হারবার রেলপথে ডবল লাইন পাতা নিয়ে কিছু জটিলতা নিজে থেকেই মিটিয়েছেন। এলাকার পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বেশ কিছু নলকূপ বসিয়েছেন। মণ্ডল পাড়া, দলুইপাড়া, বকমারী ও রেললাইনের আসেপাশে নতুন টাইমকল বসিয়েছেন। ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ এলাকার চাহিদামত নতুন পাম্প বসাচ্ছেন। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে তা বাড়ী বাড়ী কিছু পানীয় জলের সমস্যা মেটাবে। এলাকার ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি নতুন স্কুল নির্মান করেছেন। মিড–ডে মিলের অসম বন্টন ও অনিয়মের কারণে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছিল। আন্তরিক ভাবে তদারকি করে তার উন্নতি করেছেন। এছাড়াও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ নানা সহযোগীতার তদারকি চালান। গত বছর দুই শিশুর হৃদযন্ত্র অপারেশান করিয়ে সুস্থ জীবনের ফিরিয়েছেন। গরীব মানুষ যাদের বেঁচে থাকার ন্যুনতম আবাস বা ঘর নেই, সেই গৃহহীন দুঃস্থদের গৃহনির্মান প্রকল্প খাতে ৪৯টি বাড়ীবানিয়ে দিয়েছেন। এখনও ১৭টি বাড়ী বানাচ্ছেন। এলাকার গরীব শ্রমজীবী মানুষ চাষ করে চাষের ফসল যাতে বাজারমুখী করতে পারে এর জন্য রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছেন। রাস্তা আগের মত ছোট রাস্তা নয়, চওড়া ঢালাই হচ্ছে। কোথাও ইট বেছানো। এখন কাদা বা নোংরা নেই। গরীব মানুষ হিসাবে বড় হয়ে নানা অভাব যা নিজের জীবনে উপলব্ধী করেছেন তা আজ মেটানোর স্বপ্নে সার্থক দৃষ্টীভঙ্গী ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নামে রাস্তার নামকরণ করেন, একটি মূর্তি বসিয়েছেন। বাড়ী বাড়ী বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে ঐ ওয়ার্ডে ১২০ টা বিদ্যুতের খুঁটি বসিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি এক যোগ্য কাউন্সিলার। এত দিনে তারা মনের মানুষ কাজের মানুষ কাছে পেয়েছেন। ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপক কুমার হালদার বলেন পুতুল বাবু শুধু একজন দক্ষ সমাজসেবী নন তিনি আমাদের বাংলার গর্ব।

কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বিউটি পার্লার–এর জন্য কিছু পুরুষ ও মহিলা Hair Dresser ও অন্যান্য কর্মী প্রয়োজন।
সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে–
9836172725

সারদা কেলেঙ্কারি ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি সহ একাধিক দাবিতে গত শুক্রবার দুপুরে ডায়মন্ডহারবার থানার সামনে ধর্নায় বসে বিজেপির নেতা ও সমর্থকরা। ধর্না মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ও রাজ্য জুড়ে খুন ধর্ষণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের নেতাদের তুলধনা করেন বিজেপির নেতারা। ধর্না থেকে দাবি করা হয় অবিলম্বে পরিস্থিতি না বদলালে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি। ছবি : শুভজিৎ দাস

রক্তদান ও চক্ষুপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেহালা ১৪ নম্বর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর আর্য সমিতি হলে রক্তদান ও চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্ণধার অমিত বায়েন জানান, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন ও ১১৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।

Notie No. 806/BB-II/P.S/2014-2015 Date : 10.09.2014
Sealed enders are hereby invited from the bonafide contractors & agencies for application for the under mentioned work from 10.09.2014 to 16.09.2014 at the office of the Budge Budge-II Panchayat Samiti. Credential in same area of work is necessary for applicaiton of the sid work. decision of the Executive Officer is full *& final in this regard. All applicationi must be accumpanied by all relevant paers of the contractors necessary for tendering. Last date of dropping tender paper 25.09.2014 upto 2.00 P.M.Opening of tender is on same date. Intending tenders may seek for Details at the Office of the undersigned.

ANNEXURE-A
DETAILS OF WORK

SL NO	Name of the Work	Estimated Value (Rs)	Earnest Money Deposited (Rs)	Time for completion	Price for tender form.
1	Construction of ICDS at Bawali Bharati Sangha Math (No-1)	690000.00	17250	30 days	500.00
2	Construction of ICDS at Banaraipur F.P School. (No-7)	690000.00	17250	30 days	500.00
3	Construction of ICDS at Vivekanando Club. (No-105)	690000.00	17250	30 days	500.00
4	Construction of ICDS at Dhancheberia Thakurtala. (No-124)	690000.00	17250	30 days	500.00
5	Construction of ICDS at United F.P School. (No-206	690000.00	17250	30 days	500.00
6	Construction of ICDS at Deuli Muslim Para. (No-197)	690000.00	17250	30 days	500.00
7	Construction of ICDS at Kamra Kuley Pra. (No-232)	690000.00	17250	30 days	500.00
8	Construction of ICDS at Italia F.P. School (No-88)	690000.00	17250	30 days	500.00
9	Construction of ICDS at Kashipur Alampur (No-139)	690000.00	17250	30 days	500.00
10	Construction of ICDS at Alampur Dauipara Sishu siksha Kendra. (No-136)	690000.00	17250	30 days	500.00
11	Construction of MSK at Bagpota of Ronia GP.	858000.00	21450	60 days	500.00

একটি ঘোষণা

প্রিয় পাঠক,
আবহাওয়া সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন থাকলে পোষ্টকার্ডে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখে পাঠাবেন। একটা পত্রে একটাই প্রশ্ন পাঠাবেন। প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর পরিষ্কার করে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
দুর্গাদাস সরকার
৭৪এ চন্দ্রমণ্ডল লেন,
কলকাতা–৭০০ ০২৬।
দূরভাষ: (০৩৩) ২৪৬৪ ৯২২৫।
মোবাইল: ৯৩৩৯৫৮০৫৬০

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

সংযমের সঙ্গে ইদুজ্জোহা পালনের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচী অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা ৭ অক্টোবর। বিজয়া দশমী এবং লক্ষ্মী পূজার মাঝখানে ৬ অক্টোবর পালিত হবে ইদুজ্জোহা। মহরম অনুষ্ঠিত হবে ৪ নভেম্বর।

উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী এই পবিত্র দিনটির মূত্রপাত সম্পর্কে জানান, মহম্মদ ইব্রাহীম দীর্ঘদিনে নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে প্রথমা স্ত্রী ? গর্ভে নবী ইসমাইলের জন্ম। পুত্রের যখন ১৩ বছর বয়স তখন দৈববাণী হয় ইসমাইলকে বলিদান দিতে হবে। পিতা তার প্রিয় পুত্রকে সোনাহ পর্বতে বলিদান করেন। বলিদান পর্ব সেষে দেখা যায় পুত্রের বদলে একটি 'দুম্বা' উৎসর্গিত হয়েছে। ওই দিন থেকে ইদুজ্জোহা পালন শুরু।

পবিত্র দিনটি সংযম এবং শান্ত মনে পালনের জন্য মুসলিম বন্ধুদের কাছে কমিটি আবেদন জানিয়েছে। গোবিন্দবাবু জানান, নতুন করে কোনও কুরবানি কেন্দ্র করা যাবে না। বিলি করার অনুরোধও জানানো হয়েছে। ২০১৪'র দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ হল ৩ এবং ৪ অক্টোবর। শাস্ত্র মতে ৩ অক্টোবর সকাল ৬:২৪ মিনিটে দর্পণ বিসর্জন হবে। তাই ৪ অক্টোবর বিসর্জনে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সিদ্ধার্থ সিংয়ের নেতৃত্বে নতুন দিশালাভ যুব ক্রান্তি মোর্চার

সমাজসেবক ও Democratic Cell এর Editor, NHRCI এর জাতীয় সংযোজক সিদ্ধার্থ সিং–এর নেতৃত্বে শুরু হল যুব ক্রান্তি মোর্চার জয়যাত্রা। এই মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা উত্তর প্রদেশের নলিন সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ সিং। গত ৩১শে আগস্ট উত্তরপ্রদেশের এক কার্যকর্তা সম্মেলনে মোর্চার নতুন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বর্তমানে এই সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারের ওপর। গত এক বছরে এই মোর্চার নেতৃত্বে উঃ প্রঃ এর রামপুরে আজম খান–এর বিরুদ্ধে এক জমি আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন উঃ প্রঃ–এ বিজেপি–কে শক্তিশালী করে। এই আন্দোলনের ফলে বিজেপির জনপ্রিয়তা রামপুর ও আশেপাশের জেলায় বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় সভাপতি নলিন সিং ও জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ সিং। এই সিদ্ধার্থ সিং গত কয়েক বছর কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে Human Rights–এ অনেকগুলি অভিযোগ করেছেন। হাওড়াতে অনেকগুলি সফল কেস উনি লড়েছেন মানুষের স্বার্থ এবং গো–আন্দোলন এর সমর্থনে। বর্তমানে উনি যুব ক্রান্তি মোর্চাকে আধুনিক যুবক–যুবতীদের কাছে একটি বিকল্প অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সংগঠিত করছেন।

সিদ্ধার্থ সিং
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
যুব ক্রান্তি মোর্চা
Mob - 9239901058

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের নিজস্ব প্রযোজনার জন্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

বয়সঃসীমা : ১৮–৪০ বছর। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** নূন্যতম উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

দুটি স্তরে কর্মশালার মাধ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাসিক ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা চুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্যে নিয়োগ করা হবে এবং কাজের নিরিখে পরবর্তীকালে পুনর্নবীকরণ করা হতে পারে।

ইচ্ছুক অভিনেতা অভিনেত্রীরা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪–র মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি ও ফটোসহ আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

সচিব, মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র
৬, উৎপল দত্ত সরণি, কলকাতা – ৭০০ ০০৬
দূরাভাষ : ০৩৩–২৫৫৫ ০৯১০
(দুপুর ১২টা–সন্ধ্যে ৬টা সোম থেকে শুক্রবার)

মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের ই–মেল এর মাধ্যমেও আবেদন পত্র পাঠাতে পারেন।

ই–মেল : minervarepertorytheatre@gmail.com

১১০৭(৬)/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা 8/9/2014

Govt. of West Bengal
Department of Food & Supplies
Office of the District Controller, South 24-Parganas,
Alipore, Kolkata-27

TENDER NOTICE

A tender notice is floated for appointment of Transport Contractor for the District of South 24 Pgs. Information is available at the office of the D.C.F&S. south 24 Pgs during office hour from 08.09.14 and web site of http://s24pgs.gov.in.
Last date for submission of the Tender in prescribed form on 22.09.2014 upto 3.00 p.m.

Sd/-
District Controller (F&S),
Alipore, South 24 Pgs.

১১০৮/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা 8/9/2014

কেমন চলছে প্রস্তুতি

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

মেঘ বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা কখনও টিপটিপ কখনও অঝোর ধারায় প্রকৃতি দেবীর বিষাদ প্রকাশ, সঙ্গে এবড়ো–খেবড়ো কাদাজলে রাস্তার বিরূপ ব্যবহার, কোনওটাই যেন দমিয়ে রাখতে পারেনি বাঙালির বছরভরের অপেক্ষাকে। শপিংমলের হৈ হৈ থেকে পাড়ায় পাড়ায় সাজ–সাজ রব, মহোৎসবের জয়ঘণ্টায় কলকাতা হয়ে উঠেছে পুর্ণরূপী তিলোত্তমা।

সুমনা সাহা দাস

স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সার্বজনীন

'রাজেশ্বরী'

হিমালয় রাজের কন্যা পার্বতীর আরাধনায় স্টেটব্যাঙ্ক পার্কের শিল্পী বিশ্বনাথ দে'র ভাবনায় স্থান পেয়েছে ভারতীয় রাজপুত নগরী রাজস্থানের নানা অংশের ক্ষুদ্র সংস্করণের মিলিত রূপ। পূজা কমিটির সহ–সম্পাদক অমিত ঘোষ জানান, ১০০ ফুটের উঁচু দুর্গে থাকবে রাজস্থানের পঢ় চিত্রকলা, মনজনা, চিত্রকলা, কাঠের পুতুল, রাজস্থানী রঙিন কাপড়। প্রতিমা দর্শনের আগে যে নাটমন্দিরে দর্শকরা প্রবেশ করবেন সেখানে ক্রিস্টালের কাজ থাকবে। যার উপর আলোর এফেক্টে রাজকীয় একটি প্রভাব সৃষ্টি করা হবে। পরিখার ওপারে রাজদূর্গের অন্তরাল বাসিনী কোন রাজকন্যার মতোই দেবীর অন্তঃপুরে ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা পৌঁছে যাবে হয়ত। তবে দর্শকের কাছে মহিষাসুরমর্দিনীর এই মণ্ডপে হয়ে উঠবে লোকশিল্প, লোকগাথা ও পরম্পরার পূর্ব ও পশ্চিমের সবুজ বাংলা ও বালিয়ারির রাজপুতীয় মেলবন্ধনের পীঠস্থান।

বেহালা বুড়োশিবতলা জনকল্যাণ সংঘ

'গঙ্গা আমার মা'

রাজ কপুরের চলচ্চিত্রের নামটি 'রাম তৈরি গঙ্গা ম্যায়লি' আজ অ্যালেগরি'র মতো সত্যিই পাপীদের পাপ ধুয়ে নিজেই মহাদেবের কণ্ঠের মতো সমগ্র শরীরে বিষ বহন করে চলেছে। মহেশ্বরের চূড়া হাতে স্খলিত হয়ে পূণ্যতোয়া গঙ্গা যখন ভাগীরথি হয়ে সাগর সঙ্গমে মিলিত হলেন, দেবদেবীর আশীষে তিনি হয়ে উঠলেন সকল পূজার আবশ্যিক সামগ্রী ও পাপ স্খলনকারী। আজ দুর্ভাগ্য মানব জাতির যে এই আশীর্বাদকে তার অভিশাপে রূপান্তর করে দূষণের ভয়াবহ প্রকোপে জর্জরিত করেছে। এই ভাবনাকে নিয়েই এদের বিশালাকৃতির (উচ্চতা ৭৫ ফুট ও দৈর্ঘ্য ১০৮ ফুট) এক জাহাজ দেবীকে বহন করে ভেসে চলবে গাঙ্গীর বুকে। পুজো সম্পাদক রবীন মণ্ডল বলেন, 'শিল্পী শক্তি শর্মা জাহাজের চারপাশে মানুষের হাত দিয়ে জলের ঢেউ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। আসলে ওই হাতগুলি দিয়ে মা গঙ্গার হাহাকার বোঝানো হবে। পুরাণে যেমন বজরা নিয়ে বণিকরা বাণিজ্যে যেত এটা অনেকটা তেমনই। ভিতরে শঙ্খ, ঝিনুক, জলপরি, মাঝি সবই থাকবে। দেবীর পদতলে অসুর মাছের মুখ থেকে বের হবে।'

'যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।' মাত্র কয়েকদিন পর থেকে এই মন্ত্রেই বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে। মাতৃ আরাধনার দিন তাই যত এগিয়ে আসছে ততটাই ব্যস্ততা বাড়ছে পুজো কমিটিগুলির।বেহালা থেকে বজবজ, হরিদেবপুর থেকে হাওড়া – সর্বত্রই ছবিটা একরকম। উদ্যোক্তাদের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবে বাংলার মাটিতে যেন শুরু হয়েছে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'। তবে এ যুদ্ধ দেবীর অসুর বধের মতো রক্তক্ষয়ী নয়, এ যুদ্ধ হল পুজোর ময়দানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার। কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা,শিল্পীর অধ্যবসায় ও কারিগরদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভর করে সমস্ত পুজোই এখন নিজেদের জাত চেনাবার জন্য ব্যস্ত। সব মিলিয়ে সুপারহিট হলিউডি ছবির ক্লাইম্যাক্সের মতই জমজমাট হয়ে উঠছে উমার মর্তে আগমন। সুদীপ কুমার দাস, অর্পণ মণ্ডল, বৈশালী সাহা, বাপন মণ্ডল, ফারহিন খাতুন, ইফতিকার মল্লিক, অমিত জানা।

বজবজ ডি.এন. ঘোষ রোড সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

'টেম্পল অফ হেভেন'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম জনপ্রিয় এই পুজো এবার ৪১তম বর্ষে পড়ল। সারাবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা এই পুজোকমিটি বিগত বছরের পুজোগুলিতে বজবজে নিজেদের একাধিপত্য কায়েম করার পাশাপাশি জেলার বাইরেও নিজেদের প্রতি সমীহ আদায় করে নিয়েছে। তাদের এবছরের পুজোমন্ডপ তৈরি হচ্ছে চীনের বেজিং শহরের এক মন্দিরের অনুকরণে। চীনদেশের এই মন্দিরটিকে বলা হয় 'টেম্পল অফ হেভেন'। পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পী অমিয় কুমার সাহু ও প্রায় ৩০–৩৫ জন কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক মাস ধরে বজবজের বুকে চীনের মন্দির নির্মাণ হচ্ছে। পুজো কমিটির সদস্য ও প্রচার সচিব তাপস মাইতি জানালেন, বাশঁ, কাঠ ছাড়াও মোজাইক পাথর, ঝিনুকের গুড়ো দিয়ে তৈরি কারুকার্যে পুরোপুরি রঙিন হয়ে উঠবে পুজোমন্ডপ। ১৬ লাখ টাকা বাজেটের এই পুজোতে প্রতিবারই উদ্বোধনে টলিউড তারকারা উপস্থিত থাকেন। এবারেও সেরকম কিছুরই আভাস দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। বজবজ শহরের সাথে চীনের সম্পর্ক কিন্তু বেশ পুরানো। এখান থেকে কয়েক কিমি দূরে আছিপুর অঞ্চলে সুদূর অতীতে চীনাদের বসবাস ছিল।তার কিছু নিদর্শন আজও বর্তমান। ডি.এন. ঘোষ রোডের দুর্গাপুজোর 'টেম্পল অফ হেভেন' সেই নস্টালজিয়াকে আবার ফেরত আনতে চলেছে সে বিষয়ে কোনও দ্বি–মত নেই।

বেলেঘাটা ৩৩ নম্বর পল্লীবাসী বৃন্দ

'কল্পনা'

'সাবেকি আদলে ছোট্ট মেয়ের মুখের রূপ নিয়ে বিনা অস্ত্রে মা আসছেন আমাদের মণ্ডপে' এমনটাই জানালেন ক্লাব কর্তারা। এবারের শিল্পী সৌরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় মন যখন কল্পনার জাল বোনে তার হাতে থাকে ছোট্ট জানলা। বিভিন্ন নকশায় প্রায় সাড়ে ৪০০ কাঠের জানলা দিয়ে সম্পূর্ণ পুজো মণ্ডপটি সাজানো হবে। সভাপতি পরিমল দে জানান, 'আমরা পুজোর বাজেটের ২০ শতাংশ টাকা সামাজিক কাজের জন্য বরাদ্দ করি। এছাড়া মণ্ডপে যতজন কর্মী কাজ করেন তাদের আমরা প্রতিবছর মেডিক্লেম করিয়ে দিয়ে থাকি।'

কাশীবোস লেন

'ঐতিহ্যের পূজারি অভিনবত্বের উত্তরসূরী'

এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে ৭৭তম বর্ষে পদার্পণ করল কাশীবোস লেনের দুর্গোৎসব কমিটি। শিল্পী শিবশংকর দাসের ভাবনায় এবছরের থিম 'দেবীর মায়ায় আলো ছায়ায়'। সত্তর ফুট উচ্চতার পুজো মণ্ডপের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কাপন, ফাইবার, রঙিন প্লাস্টিক বল যা দর্শকদের আকর্ষণ করবে। সাবেকীআনায় ও থিমের মেলবন্ধনে তৈরি হবে প্রতিমা।

মিতালি কাঁকুড়গাছি

'জ্যোতির্ময়ী মা'

লোহা, ফাইবার, রঙিন কাপড় ও বিভিন্ন রঙের আলোর বিচ্ছুরণ দিয়ে সেজে উঠেছে মিতালি কাঁকুড়গাছির পুজো মণ্ডপ। পুজো কমিটির কার্যকরী সভাপতি বাবু বসাক জানান, 'পশুর নিধনের পর যখন পৃথিবী শান্ত হয়ে যায় তখন মায়ের তৃতীয় নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত আলোর জ্যোতি রামধনুর রূপ নেবে। ৭৮তম বর্ষে পণ্ডিত মল্লার ঘোষের মিউজিক ও সুশান্ত পালের পরিকল্পনায় সাতটি রঙের আলোর চমকে অনুপ্রাণিত হবে দর্শকরা।

শীতলাতলা কিশোর সংঘ, পূর্ব বড়িষা

'বিশ্ব ভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে
আমি পেয়েছি মোর স্থান।'

ক্লাব কর্তা শোভন মিত্র জানান, ত্রিনয়ন আমরা সারা বছর এঁকে রাখি মানস পটে। এবছর মণ্ডপ সজ্জায় মানুষ–মানুষীর মাঝখানে দেবীর পূর্ণ অবস্থানই পূজনীয় হয়ে উঠবে। সারা মণ্ডপ জুড়ে হয়ে থাকবে 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট' অবয়ব। বাঁশ শুভ তাই মণ্ডপ সাজানো হবে বাঁশের 'স্ট্রাকচার' দিয়ে। মা এবার নৌকোয় আসছেন তাই মণ্ডপটির পরিকাঠামোয় নৌকো রাখা হয়েছে।

৪১ পল্লী, হরিদেবপুর

'বর্ণ মিলন'

বর্ণ মানেই মিলন। আর সেই মিলনই শিল্পী কমলদীপ ধরের ভাবনায় ফুটে উঠবে ৫৭তম বর্ষে হরিদেবপুর ৪১ পল্লী পুজো মণ্ডপে। আর্য–অনার্যদের মধ্যে মিলন, ব্রাহ্মণ–ক্ষত্রিয়–বৈশ্য–শুদ্রদের ভেদাভেদের মধ্যে বর্ণমিলন দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে মিলনের একটা রূপ দেওয়া হবে পোড়ামাটি, ফাইবার গ্লাস, কাপড়, মাদুর ও তালপাতার বৈচিত্রময় কাজের মাধ্যমে। ক্লাবকর্তা দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, এবছর প্রতিমা হবে মিলনের রূপের আদলে।

কালীঘাট মিলন সংঘ

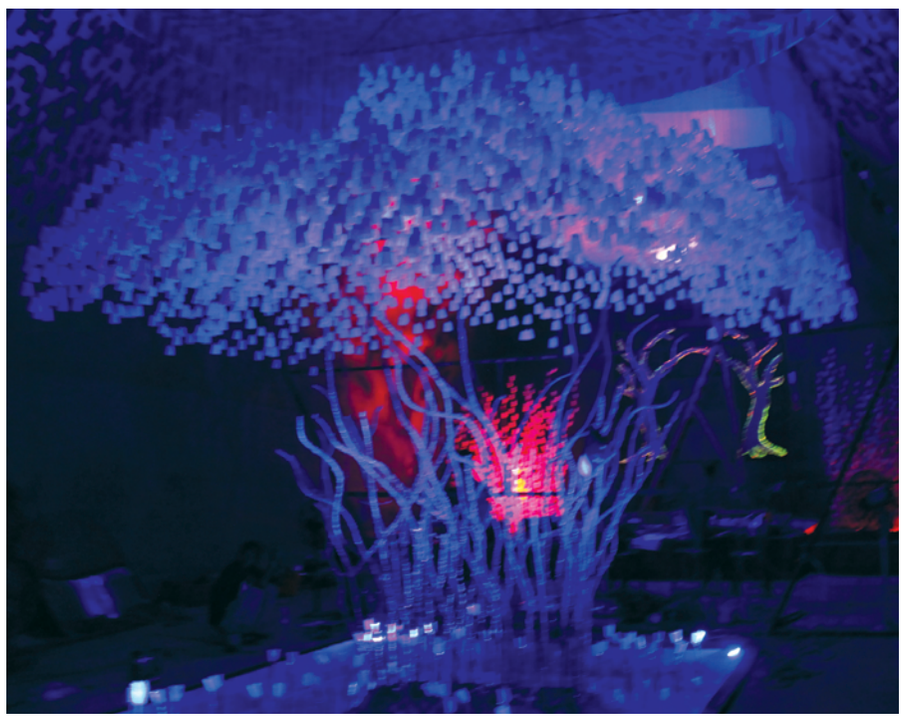

'কাচের ঘর, রূপবাহার
আঘাত কোনও সয় না তার
প্রকৃতি জেনো, অমর দান
যত্নে রাখো বাঁচবে প্রাণ।'

১১তম বর্ষে শিল্পী গৌতম বসুর ভাবনায় এবছর পুজো মণ্ডপ দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ কাড়বে। 'এই বিচিত্র জগতে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'– সেই মানব বিশ্বের বিচিত্র নরনারী আবালবৃদ্ধবণিতার মাঝখানে শারদপ্রাতে কৈলাস থেকে আবির্ভাব ঘটবে দেবী দুর্গার। যার পরম্পরের প্রতিরূপ হিসাবে দেখিয়েছেন। কাচকে যেমন যত্নশীল ভাবে রক্ষা করতে হয়, তেমনভাবেই গাছপালার প্রতিও মানুষের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শিল্পী তার সৃষ্টির মাধ্যমে মূলত পরিবেশ রক্ষার বার্তাই পৌঁছে দিতে চাইছেন জনমানসে। পুজো কমিটির সদস্য অলোক সাহা জানালেন, খেলাধূলার অগ্রাধিকারকে মথায় রেখে আমাদের একটি প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল টিম ও সেকেন্ড ডিভিশন বাস্কেটবল টিম রয়েছে। এছাড়া আমরা সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত থাকি। একটি ইউথ ফেসিলিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার যুব সম্প্রদায়কে আমরা বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, চাকরির জন্য গ্রুমিং–এর ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।

ভবানীপুর ৭৫ পল্লী

'ও আমার দেশের মাটি'

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পৌঁছে ৭৫ পল্লীর এবছরের ভাবনায় উঠে এসেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যের কথা। মালদহের আম বিক্রয় থেকে শুরু করে বর্ধমানের ডোকরা শিল্প, দার্জিলিংয়ের চা বাগান থেকে শুরু করে সুন্দরবনের জঙ্গল ও প্রাণী সম্পদ–এই বিষয়গুলি রূপদান করেছে এবারের ৭৫ পল্লীর পুজোমন্ডপকে। পুজো সম্পাদক সুবীর দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মন্ডপের সমস্ত শিল্পকর্মগুলি তৈরি হচ্ছে বেলে, এঁটেল, লাল, দোঁয়াশ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের মাটির মাধ্যমে। মৃন্ময়ীর আরাধনায় মাটিকে পাথেয় করে চলাটাই ভবানিপুর ৭৫ পল্লীর এই বছরের পুজোর ইউএসপি।

আন্দুল কামরাঙ্গু তরুণ সংঘ

'গুপ্ত ধনের সন্ধানে'

সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত কামরাঙ্গু তরুণ সংঘ বেশ কয়েকবছর নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এবছর মণ্ডপের পরিকল্পনা ও রূপায়নের দায়িত্বে থাকা অমিত পাত্র জানান, রাজা সলোমনের সম্পত্তি যেটা লুঠ হয়েছিল, ২০০ বছর গুপ্ত থাকার পর সেটা আবিষ্কার হয়েছিল তার পটভূমিকায় তৈরি হচ্ছে এ বছর গুপ্তধনের সন্ধানে। মূলত গুপ্ত ধনের জায়গাটা তুলে ধরা হবে এবার মণ্ডপে।মণ্ডপে থাকছে একটা সাসপেন্স, একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ২০০ বছরের পুরনো সিঁড়ি, ধূলো, তারপর মণ্ডপের ভিতরে গুপ্ত ধন থাকবে। সেখানে চারিদিকে পড়ে রয়েছে ধন, যেমন – সোনা, মানিক্য, জীবন্ত মডেলও থাকতে পারে মণ্ডপের মধ্যে।

তেলেঙ্গাবাগান সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

'দুয়ার বারো মাস্যা'

প্রাক–সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পৌঁছে তেলেঙ্গা বাগানের পুজোমন্ডপ সেজে উঠছে ক্যালেন্ডার বা দিনলিপিকে কেন্দ্র করে। বাঙালীর বারো মাসের তেরো পার্বনকে ঘিরে গোটা বছরভরই লেগে থাকে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা। এই সমস্ত কিছুকে মাথায় রেখেই শিল্পী আশিষ চৌধুরী এবছরের তেলেঙ্গা বাগানের মণ্ডপের অলঙ্করণ করছেন। এখানে পরিবার সহ দেবী দুর্গা কে একটি ক্যালেন্ডারের ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা হচ্ছে। প্রায় জুন মাস থেকে ১০–১২ জন কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্ণ রূপ পাচ্ছে তেলেঙ্গা বাগানের পুজোমণ্ডপ। যুগ্ম সম্পাদক তপন দাস জানালেন, সারাবছরই তারা বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকেন। পঞ্চমীর দিন থেকেই দর্শকরা তেলেঙ্গা বাগানের মণ্ডপ পরিদর্শন করতে পারবেন।

বড়িশা তরুণ তীর্থ

হৈমবতী (আবাহন লোকশিল্পে লোকগাঁথায়)

৩০ তম বর্ষে বড়িশা তরুণ তীর্থের ভাবনায় উঠে এসেছে সাধারণ এক নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনি। ছত্তিশগড়ের পুপুত্রা গ্রামের গৃহবধু সোনাবাঈ রাজওয়ার ছিলেন নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার এক শিকার। কিন্তু বারবার লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তার শিল্পকর্মকে হাতিয়ার করে।

তাঁর সেইসব শিল্পকর্মেই এবছর সেজে উঠবে তরুণ তীর্থ। পুজো কমিটির সদস্যা মৌসুমী দাস জানালেন পুরো মন্ডপ জুড়ে থাকবে বিভিন্ন আঙ্গিকের পুতুল ও মূর্তি। মাদল,ধামসা ও ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন লোকশিল্পের ছোঁয়ায় সেজে উঠবে গোটা মন্ডপ চত্বর। শিল্পী অদিতি চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় দু'মাস ধরে প্রায় ৩০ জন কারিগরের পরিশ্রমে তৈরি হচ্ছে এই পুজোমন্ডপ। নারীশক্তির আরাধনায় এক নারীর সমাজব্যবসথাকে পরাজিত করে মাথা তুলে দাঁড়াবার কাহিনী–বিষয়গুনেই অতুলনীয় করে তুলবে বড়িশা তরুণ তীর্থকে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জাতীয় সেবাদল

'পুজোর ডালিতে কোনারকের টানেতে'

৮১তম বর্ষে হাওড়ার এই সাবেকি পুজোমণ্ডপ তৈরি হচ্ছে কোনারক মন্দিরের অনুকরনে। উদ্যোক্তদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল,৯৬ ফুট উঁচু এবং ৯২ ফুট চওড়া এই পুজো মণ্ডপ সজ্জিত হচ্ছে থার্মোকল, প্যারিস ও রঙের মাধ্যমে। পুজো সম্পাদক বিলু মণ্ডল সামাজিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে ক্লাব কর্তারা। আধুনিক সাজে সজ্জিত এই পুজোমণ্ডপে দীর্ঘ সিড়ি অতিক্রম করে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। অসাধারণ রূপসজ্জার সঙ্গে চন্দননগরের আলোক সম্ভারে সজ্জিত এই পুজোমণ্ডপ। দর্শকদের কাছে যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আড়ুইপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

'শক্তির বিকল্প পথ'

২৮তম বর্ষের থিম পরিকল্পনা ও রূপায়নের শিল্পী সমীরণবাবু জানান, এবছর আমরা দেখাতে চাইছি পরবর্তীকালে এনার্জির কী অবস্থা হতে চলেছে। কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতিতে কয়লার ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে। তার বিকল্প হিসেবে আমরা কী ব্যবহার করব? কীভাবে তার প্রতিকার সম্ভব? সেই বিষয়টিই আমরা তুলে ধরব এবছর। আমরা দেখাব সোলার সিস্টেম ও প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ দিয়ে কীভাবে এর বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কীভাবে উৎপন্ন হয় তা দেখানো হবে।

ভিন্ন মতে পুরোহিত প্রশিক্ষণ

ছবি : উৎপল কুমার রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা–সহ রাজ্য জুড়ে এখন পুজোর ছোঁয়া। আকাশে–বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে সেই ঘ্রাণ। কাশফুলের দোলাতে নেচে উঠছে উৎসবমুখর বাঙালি। আর এর মধ্যেই ব্যস্ততার শিখরে অবস্থান করছেন পটুয়ারা। কলকাতা তথা দেশের অন্যতম সেরা প্রতিমা নির্মিত হয় কুমারটুলিতে। সেখানেও দেবী তৈরির কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। আলোকশিল্পী এবং মণ্ডপকারেরাও তাদের মতো করে সজ্জিত হয়েছেন। এত কিছুর মধ্যে কেনই বা বাদ যান না পুরোহিতকূল। কারণ সমাজের হিত বলে অধিক পরিচিত এই পুরোহিত সমাজ। বহুদিন ধরে, কেউ কেউ আবার বংশপরম্পরায় হয়তো পুজো করে আসছেন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে অনেকক্ষেত্রেই পুজোর আচারের ক্ষেত্রেই অসুবিধা সৃষ্টি হত। বিশেষ করে মন্ত্রোচ্চারণে অসঙ্গতি একটি বড় অসঙ্গতি হয়ে দাঁড়াতো। এই দিকটা মাথায় রেখে কয়েক বছর যাবৎ তৎপর হয়ে উঠেছে পুরোহিত সমাজ। সঠিক পদ্ধতিতে যাতে পুজোর কাজ সম্পাদিত হয় সেদিকে নজর দিয়ে শুরু হয়েছে পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ পর্ব।

১০ দিন ব্যাপী এই পর্বের আয়োজক হল পারস জ্যোতিষ নিকেতন। এদের দফতর রবীন্দ্র সরণীতে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় ৪০ জন পুরোহিত। যাদের অনেকেই শহর এবং শহরতলীর নানা পুজোর সঙ্গে যুক্ত। এবারের এই শিবির দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল বলে জানা গিয়েছে সংগঠকদের পক্ষ থেকে। প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। চলবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পুজো প্যান্ডেলে ভিড় করে যখন আমরা ঠাকুর দর্শন করব তখন হয়তো এদের মধ্যে অনেকে ব্যস্ত থাকবেন পুজোর আচার পর্ব সারতে।

বিশেষ করে এবার যেরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিঃর্ঘণ্ট তৈরি করেছেন শাস্ত্রকাররা তাতে বিস্তর অসুবিধায় পড়তে হবে তাদের। এই দিকটা আলাদা করে মাথায় রাখা হয়েছে। সেদিকের কথা ভেবে নতুন পুরোহিতকূল যাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে না ওঠেন সেদিকেও আলোকপাত করা হচ্ছে। ভোরবেলায় উঠে সন্ধি পুজো আর অসময়ে দশমীর বিধান সব কিছু নিয়েই আলাদা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এভাবেই এগোচ্ছে এই পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির। বারোয়ারি পুজো কমিটি গুলির সঙ্গে যাতে কোনও সমস্যা না তৈরি হয় সেদিকে জোর নজর দেওয়া হচ্ছে। এবার শাস্ত্রকাররা দুধরণের তত্ত্বের সামনে পড়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। তবে পারস জ্যোতিষ নিকেতন দৃকসিদ্ধ মতে পুরোহিতদের প্রশিক্ষিত করছেন। এখানে তৈরি হচ্ছে বিভ্রান্তি। কারণ সাধারণ বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তারা এই ধরণের কঠোর নিয়মের সঙ্গে আত্মস্থ নন। ফলে দারুণ সমস্যা জন্মাচ্ছে।দেখা যাক এখন এই দুধরণের পুজোর সঙ্গে কিভাবে নিজেদের আত্মস্থ করতে পারেন এই প্রশিক্ষিত পুরোহিতরা। সেটার দিকে নিশ্চয়ই নজর থাকবে বাংলার উমাভক্তরা। তবে পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবিরের দাবি তাদের এই উদ্যোগ যেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে তেমনই প্রাচীন শাস্ত্র সম্পর্কে আরও ওয়াকিবহাল হতে পারছে সমাজ।

আসলে আমাদের সমাজে পুরোহিতদের ব্যাপারে অনেক অস্বচ্ছ ভাব উঠে এসেছে। অনেকেই ব্যাঙ্গ করে বলেন কি অং বং মন্ত্র পড়া হয় কে জানে? কিন্তুই এখানেই প্রতিবাদ করছেন সংগঠকরা। তাদের বক্তব্য পুরোহিতদের মধ্যে পুজোর আচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠলে তবেই তারা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন। সঠিক উচ্চারণ কিন্তু পুজোকে একটা দারুণ মেজাজ প্রদান করতে পারে। উলটো পালটা উচ্চারণ শাস্ত্রীয় মতে ক্ষতিকর। এর ফলে শুধু কোনও পুজোর আয়োজকদের নয় সমস্যায় পড়বেন পুরো সমাজ। এই জায়গাটায় দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত জরুরি।

তাই পুজোর বোল যখন আকাশ বাতাসে বাজতে শুরু করে দিয়েছে তখন সচেতনতার এই দিকটাও আলাদা করে স্থান অর্জন করে নিতে পেরেছে।

সময়ের শব্দ পত্রিকা প্রকাশ ও গুণীজন সমালোচনা

সুমন্ত ভৌমিক

গত ৩১ আগস্ট জে ডি বিড়লা আকাদেমি সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় ১০ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, পত্রিকা প্রকাশ ও গুণিজন সমালোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সময়ের শব্দ। অনুষ্ঠানের শুরু করেন শ্রীময়ী ঘোষ। সময়ের শব্দ পত্রিকার সম্পাদক অর্ঘ্য রায় এর অতীত স্মৃতিচারণের পর আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রবীর দত্ত। নৃত্য পরিবেশন করে ওত্রি মান্না বাচ্চা হলেও নৃত্যে খুবই পারদর্শী। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীথি চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, অরুণোদয় গোস্বামী, সুরজিৎ চ্যাটার্জী। এনাদের প্রত্যেকের হাতে স্মারক তুলে দেয় সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। গল্প পাঠ করেন বিশ্বনাথ বসু আর অরুণোদয় রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন বীথি চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীথি চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি যদি ৬০–এর কবি হতাম' কবিতাটি দর্শকদের মুগ্ধ করে আর রাহুলের গল্প ও দর্শকদের হাস্যময় করে তোলে। নৃত্য পরিবেশন করে প্রিয়া চক্রবর্তী, মেঘনা দাশগুপ্ত আর শুভদীপ সাউ। সকল অতিথি মিলে সময়ের শব্দ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। দর্শকদের অনুরোধে সুরজিৎ মালি গলায় তার গান শোনায়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলাজিৎ মজুমদার, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, শরদেন্দু শেখর দাস, প্রবীর দত্ত, ফুল্লরা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

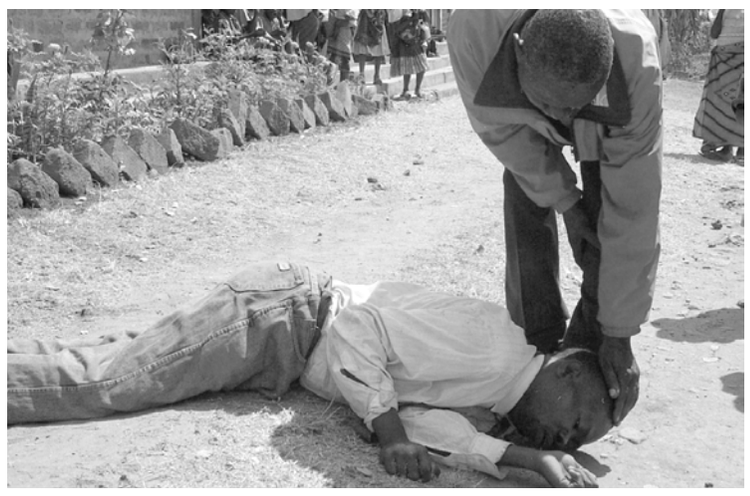

পত্র–পত্রিকা সমালোচনা

শারদ সংখ্যা : দীপশিখা

কুনাল মালিক

আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উমেদপুর থেকে প্রকাশিত প্রদীপ কুমার সামন্ত সম্পাদিত শারদ সংখ্যা দীপশিখা সম্প্রতি আলিপুর বার্তার দফতরে এল। পুজোর এখানও বাকি আছে, তার অনেক আগেই দীপশিখা প্রকাশিত হওয়া অবশ্যই প্রশংসার কাজ। শারদ সংখ্যায় গল্প, রম্যরচনা, ছড়া, প্রবন্ধ, কবিতা, চিকিৎসা বিষয়ক লেখা আছে। পল্লি প্রকৃতির মরমী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং উপেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে সব্যসাচী সেনগুপ্ত ও তৈমুর খান। ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের লেখাও উপযোগী। শারদ সংখ্যা দীপশিখার প্রচ্ছদটিও বেশ আকর্ষণীয়।

আলোকচিত্রে ...

বঙ্গ কৃতি সম্মানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গ কৃতি সম্মান প্রদান উৎসব ২০১৪ অনুষ্ঠিত হল ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবের তাবুতে। সেই অনুষ্ঠানে পুরস্কার পাচ্ছেন ডঃ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। (ছবিতে) এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অজাতশত্রু (মুম্বাই), ডঃ শমিতা মান্না, ডঃ অরূপ মিত্র, ডঃ গোপাল চক্রবর্তী, ডাঃ অনিন্দ্য গোপাল মিত্র, কল্পতরু কোঙার, দেবকুমার দে, বেনুধর গোস্বামী, রনজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্টানটি আয়োজিত করেন বাংলা একনজর ও রিপোর্টারস্ এ্যান্ড ফট্রোফার অ্যাসোসিয়েশন। সহায়তায় ইন্ডিয়ান ফটো লাভারস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। *ছবি : বিজয় শেঠ*

কর্মসংস্থানের নতুন প্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দেড় দশক ধরে 'কর্মসংস্থান', 'সাফল্য' প্রভৃতি পাঁচটি পত্রিকা যারা মূলত বাংলার বেকার যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী তাঁদের নিজস্ব প্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধান সভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনারপুরের নাজেরবাদ অঞ্চলে স্থাপিত এই প্রেসের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, সমীর ঘোষ, পল্লব মিত্র, শক্তি রায় চৌধুরী, পান্নালাল ঘোষ ও দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শরীর নিয়ে কথা

হিস্টিরিয়া ও মৃগি সারানো সম্ভব

হিস্টিরিয়া ও মৃগি: হিস্টিরিয়া সাধারণত স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া বিকৃতি হলে ব্যক্তিদের এই রোগ বেশি হয়। পুরুষের থেকে নারীদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। ইহা একটি স্নায়বিক ক্রিয়া। এই রোগ হঠাৎ দেখা দেয়। আক্ষেপ ঘটবার আগে গলদেশের মধ্যে যেন কোনও কিছু আটকে আছে বলে মনে হয়। গিলে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা, মুখমণ্ডল মলিন, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে না পারা এই অবস্থাকে হিস্টিরিয়া বলে।

কারণ: যে কোনও কারণে স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা দিলে যেমন ভয়, শোক, অভাব মহিলাদের ডিম্বোকোষ বা জরায়ু সংক্রান্ত কোনও দীর্ঘদিনের পীড়া অনিয়মিত ঋতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি কারণে।

লক্ষণ: এই রোগে কষ্টকর ঢেকুর বা হিক্কা ওঠে, পেট ফাঁপা, দারুণ শ্বাসকষ্ট, শ্বাস–প্রশ্বাস উচ্চ শব্দে হয়, স্বরভঙ্গ, মূত্র রোধ, বাকরোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পেট হতে গলা পর্যন্ত গোলার ন্যায় একটি পদার্থ উঠছে এমন অনুভব, মাথায় বেদনার লক্ষণ প্রকাশ পায়। হিস্টিরিয়া দুই ধরনের।

১) কনভালসিভ হিস্টিরিয়া: এই জাতীয় রোগে রোগি ফিট হয়ে যায়। শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। ফিট হয়ে পরার পূর্বে হাসে, কাঁদে, গান গায়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, বুক ধরপর করে, এমন অবস্থা ৩–৪ মিনিট থেকে ২–৩ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বর্ণহীন প্রচুর প্রস্রাব হয়। ধীরে ধীরে জ্ঞান হয়। ফিট নির্বিত্ত হয়।

২) নন–কনভালসিভ হিস্টিরিয়া: এতে খিচুনিভাব তেমন থাকে না। ইহাতে হর্ষ, বিশাদ মানসিকভাবে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইহা পাঁচ ধরনের।

ক) হিস্টি ক্যাল কনট্রাকচারস: এর প্রধান লক্ষণ পেশীর সংকোচন, হাতে পায়ের আঙুল বেঁকে যায়, কোনও কোনও সময় ঘাড়, গলা, কাঁধ, মাড়ি, জিহ্বা আক্রান্ত হয়। ইহা ফিটের শেষে স্তরস্ত হয়ে পরবর্তী ফিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় অনেক সময়ে হাতে পায়ের বাঁকা দূর হয় না।

খ) ফ্যানটম ট্রিমারস: গর্ভবতী হওয়ার সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডায়াফ্রম ও উদরপেশীর সংকোচন হওয়াই উক্তপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। উহা প্রকৃত গর্ভসঞ্চার নয়। ইহাকে ফ্যানটম ট্রিমারস বলে।

গ) হিস্টিক্যাল ট্রিমারস: এই জাতীয় রোগের লক্ষণ হচ্ছে হাত–পা অনবরত কাঁপে, মাথাও কখনও কখনও কাঁপে, কখনও প্যারালাইসিসের সঙ্গে স্তসে।

ঘ) হিস্টিক্যাল এনেস্থেসিয়া: এতে রুগীর কোনও অনুভূতি শক্তি থাকে না। শরীরের কোনও স্থানে বা চামড়ায় সূচ বিদ্ধ করলে রুগী কোনওপ্রকার বেদনা অনুভব করে না। সাধারণত শরীরের একদিকে হয়। ইহাকে হিস্টিক্যাল এনেস্থেসিয়া বলে।

ঙ) হিস্টিক্যাল হাইপরিস্থিয়া: এটা শরীরের কোনও অংশে অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা দেয়। ইহাতে যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। মাধায়, ঘাড়ে, স্ত্রী জননেন্দ্রীয়ে, বুক, পিঠে, হাতে, পায়ে ইত্যাদি স্থানে শূল বেদনা অনুভূত হয়।

মৃগী বা এপিলেপসি: এটা স্নায়ুমণ্ডলের একটি পীড়া, হঠাৎ চেতনা শক্তি লোপ পেয়ে রুগী পড়ে যায়। আক্ষেপভাব দেখা দেয়। অকারণ চিন্তা, শোক, দুঃখ, ক্রোধ, বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকপিত হলে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হলে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বংশগত, চর্মরোগ বা উদ্বেগ বসে গিয়ে এই রোগ দেখা দেয়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মানসিক আবেগহেতু হতে পারে।

লক্ষণ: মাথা ঘোরা, কানে ভোঁ শব্দ, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, হাতের বুড়া আঙুল তালুর দিকে আকৃষ্ট হয়, হঠাৎ চিৎকার করে মুর্ছিত হয়ে পরে, খিচুনি দেখা দেয়, চোখের তারা বিস্তৃতি হয়। প্রকারভেদ – পেটটিম্যাল। এই রোগে অজ্ঞান হয় না, সামান্য জ্ঞান লোপ পায়। কথা ও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ইহা ক্ষণস্থায়ী। গ্রান্ডম্যাল – দীর্ঘস্থায়ী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পরে, সমস্ত শরীরে খিঁচুনীভাব দেখা যায়। জ্যাকসেনিয়াম – ইহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। শরীরের কোনও কোনও স্থানে দেখা যায়। অরাএপিলেটিকা – অঙ্গ–প্রতঙ্গে একপ্রকার সুরসুরি ভাব অনুভব করে। বিদ্যুতের মতো এক পদার্থ নিম্নাঙ্গ থেকে মাথার দিকে উঠে আসে। অজ্ঞান অবস্থায় কখনও কখনও গোঁ–গোঁ শব্দ হয়। প্রতিদিন দু–তিন বার বা চার–পাঁচ দিন অন্তর অথবা তিন–চার মাস অন্তর দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার: মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে, সকল সময় কোষ্ঠ্য পরিষ্কার করতে হবে, স্বমূত্র পান করেও সহজ বস্তিক্রিয়া করে, প্রাতঃভ্রমণ সঙ্গে প্রাণায়াম। খালি হাতে ব্যায়াম যেমন ডিপ ব্রিদিং, হ্যান্ড এক্সপ্যানডিং, ডন বৈঠক, হাফ ডন। গুরুপাক খাদ্য খাওয়া চলবে না। সাত্ত্বিক বা সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। মেরুদণ্ড সেঁক, হিপ বাথ, ভিজা চাদরের প্যাক, ঘর্ষণ স্নান, ম্যাসাজ, সহজ প্রাণায়াম, শীতলী ইত্যাদি। স্তসন – পবন মুক্তাসন, অর্ধকুর্মাসন, সর্বাঙ্গসন, মৎস্যাসন, শীর্ষাসন, সহজ্জলী মুদ্রা।

সন্ন্যাস রোগের ক্ষেত্রেও এই সকল নিয়ম আসন, খাদ্য প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রযোজ্য।

প্রাকৃতিকচিকিৎসাবা Naturopahy–এর Aroma Therapy বা গন্ধ চিকিৎসায় তাৎক্ষণিক উপশম পাওয়া যায় গরুর চামড়ার গন্ধ আঘ্রাণ করলে। সেইজন্য মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দিলে গরুর চামড়ার গন্ধ আঘ্রাণ করানোর মাধ্যম রোগ দূরীভুত করা হয়।

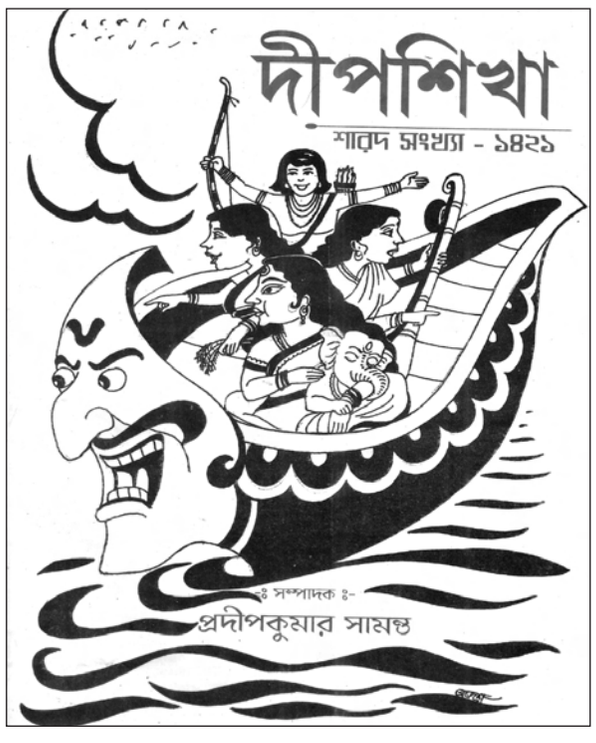

আর হোমিওপ্যাথিতে বহুদিন চিকিৎসার ফলে আরোগ্য সম্ভব হয়েছে। চারিত্রিক ও শারীরবৃত্তিয় লক্ষণ দেখে, এছাড়াও কনকোমিটেন্ট, uncommon লক্ষণ মিলিয়ে যে সকল ঔষধ নির্বাচিত হবে তা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া কয়েকটি ঔষধ যেমন -ACalceria carb, Apismel, Ignetia, এমনকী Belledonna, Lycopodium, Medorinum সেবন করা যেতে পারে। Potency হিসেবে ২০০ এবং ১০০০, পরবর্তী সময়ে ১০০০০ পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

সাবার্বানিয়ান সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন)–এর প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন এ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ–বিদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে গড়ে তোলা এই সংগঠন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিলি করেন। প্রাক্তনীদের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বহু কৃতী ছাত্র। উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ে একদা ছাত্র ছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার, রবি ঘোষ, তরুণ কুমার প্রমুখ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আলোকচিত্র যাঁরা একদা ছাত্র ছিলেন তাঁদের ছবি বিদ্যালয়ের হলে প্রদর্শনের জন্য প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ সুভাষ দে ও সম্পাদক প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। ধারাবাহিকভাবে প্রাক্তনীদের এই সংগঠন ছাত্র কল্যাণে নানা পরিকল্পনা নিয়ে চলে সারা বছর ধরে। ওই অনুষ্ঠানে সাউথ সাবার্বান স্কুলের ঐতিহ্য নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

মাঙ্গলিকী

রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভা

গত বসন্তে উপরোক্ত পাঠাগারে মাসিক সাহিত্য সভায় ২২ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন যথারীতি বাচিক শিল্পী উদয়ন চক্রবর্তী। গোড়াতেই পাঠাগারের কার্যনির্বাহী কমিটির বরিষ্ঠ সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জী জানান, এই সাহিত্য সংগঠনের স্থায়ী সভাপতি, স্বনাম খ্যাত কবি রত্নেশ্বর হাজরা ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছেন। তাই তিনি সভায় উপস্থিত সকলের হয়ে রত্নেশ্বর হাজরার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একটি প্রস্তাব নেন, সকলেই তা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন।

এদিন কোনও শীর্ষ আলোচনার বিষয় ঠিক করে দেওয়া হয়নি। তাই এদিন বিবিধ চিন্তা ভাবনা ফুটে উঠল কবি লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের বিবিধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনে ('মন মোর মেঘের সঙ্গী'...)। এদিন যাঁরা আবৃত্তিতে স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন সুরজিত দাস (রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি), তাপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (সোমনাথ সরকারের কবিতা পাঠ), সরস্বতী সরকার (২১শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে সুন্দর স্বরচিত কবিতা পাঠ), সৌরীন চ্যাটার্জী (শোনালেন মর্মস্পর্শী স্বরচিত কবিতা, 'ম্যাডোনা' ও অতি অর্থপূর্ণ স্বরচিত কবিতা 'ইতি'), তারাশঙ্কর দত্ত ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ–এর দুর্দান্ত স্বরচিত প্যারডি। বিশেষ উল্লেখ্য, এই গুণী ব্যক্তিই প্রয়াত মিন্টু দাশগুপ্তের বেশ কিছু প্যারডি গান লিখেছিলেন), সুজিত দেবনাথ (শোনালেন স্বরচিত শ্রুতি নাটক, যা রবীন্দ্রসঙ্গীতেও সমৃদ্ধ ছিল। এটি একটি অপেরা ধর্মী রচনা), শান্তনু মিত্র (দুর্দান্ত স্বরচিত ছড়া), নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় (সুন্দর পাঠ করলেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়া, 'জীবন স্পন্দন'), প্রদীপ গুপ্ত (অনবদ্য স্বরচিত কবিতা শোনালেন, 'ফিরে শোয়া'), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পড়লেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অবনী বাড়ি আছো'–কে অনুসরণ করে লেখা, বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রের প্রকাশিত দুর্দান্ত কবিতা), উদয় চক্রবর্তী (সভার শেষ পর্বে তাঁর আবৃত্তিতে সমৃদ্ধ করলেন আসরকে– বোঝা গেল আবৃত্তি নিয়ে তিনি কতটা আন্তরিক)। এদিন গানে গানে আসর মাতালেন শিবানী দত্ত, দেবাশিস গুহ প্রমুখ। এদিন পাঠাগারেরই একটি বই থেকে একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ পড়লেন সুব্রত মুখার্জী–সবার চোখে জল আনলেন। কারণ তিনি শোনালেন স্বামী বিবেকানন্দকে লন্ডনে ভগিনী নিবেদিতার প্রথম দেখার হীরক–উজ্জ্বল অনুভূতির কথা। বস্তুত পাঠাগারের বই নিয়ে কিছু পাঠ করার মাধ্যমে শ্রী মুখার্জি পাঠাগারের এই সাহিত্য–সংস্কৃতির সভাকে অন্যান্য বহু সাহিত্যসভা থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করলেন)। ওপার বাংলা থেকে মাত্র ৩ বছর আগে এদেশে এসেছেন বরিষ্ঠ ব্যক্তি গুণেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি শোনালেন ওপার বাংলায় প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস পালনের আকর্ষণীয় বর্ণনা। এছাড়াও জয় ভট্টাচার্য, গীতা অধিকারী প্রমুখ শুনিয়েছেন কবিতা। সর্বশেষে আরও একবার উল্লেখ করব পাঠাগারের সভাপতি এদিনের সভারও সভাপতি সুরজিত দাসের আবৃত্তির কথা তিনি সকলের মন ভরিয়ে দেন. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাশ্বত কবিতা, 'কেউ কথা রাখেনি'র অনবদ্য আবৃত্তিতে। উল্লেখ করব আরও একবার উদয় চক্রবর্তীর একটি পাঠ ও জয় গোস্বামীর কবিতা, 'সব চেয়ে উঁচু তারাদে'র হৃদয়স্পর্শী আবৃত্তির কথা।

'সব শেষ হয়ে গেলে বাকি থাকে কিছু'–র মতনই, সতীনাথের গানের কলিকে অনুসরণ করেই এই ভবিষ্যৎবাণী রইল আগামী দিনে এই সাহিত্য সভা আরও সমৃদ্ধ হবে আরও বহু কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী প্রমুখের উপস্থিতিতে। সেদিন পরিচালকবৃন্দ বলবেন, 'ঠাঁই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' সেই দিনের দিকেই তাকিয়ে রইলেন এই প্রতিবেদক।

২০১৫–র বিশ্বকাপ জেতার দাবিদার মাহির ভারতও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৫ সালে আরও একটি বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মাটিতে। সেই কাপ জেতার অন্যতম দাবিদার নিঃসন্দেহে ভারত। ধোনির ভাগ্য ফের বিশ্বকাপ দিতে পারবে কিনা সেদিকে চোখ এখন গোটা দুনিয়ার। ক্রিকেট বিশ্বে একসময় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দাপট। যার ওপর ভর করে প্রথম দুটি একদিনের বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বাধীন ক্যারিবিয়ানরা। এর পরে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই ক্রিকেট সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ক্রিকেট বিশ্বের একক শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। অ্যালান বর্ডারের নেতৃত্বে ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ তথা রিলায়েন্স কাপ প্রথম ঘরে তোলে অস্ট্রেলিয়া। এর পর ১৯৯২ এবং ১৯৯৬ পর পর দুবার এশিয়ার দুই দেশ পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা কাপ ঘরে তোলে। এর আগে অবশ্য এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ডের মাটি থেকে প্রুডেনশিয়াল কাপ ঘরে নিয়ে ফেরে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারত। ৯৬ এর পর থেকে ক্রিকেট দুনিয়ায় বস্তুত শুরু হয়ে যায় অজিদের রাজত্ব। ১৯৯৯, ২০০৩ এবং ২০০৭ নিয়ে পর পর তিনবার বিশ্বকাপ জিতে হ্যাটট্রিক করে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে ২০০৩ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জেতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত সেই ফাইনালে অজিদের কাছে হেরে রানার্স হতে হয় ভারতকে। বলাইবাহুল্য সৌরভের নেতৃত্বে এই দল এমন একটা সময় ঘুরে দাঁড়িয়েছিল যখন বেটিং কেলেঙ্কারির জেরে ক্ষতবিক্ষত ছিল দলটিও। সেই হতোদ্যম দলটিকে কার্যত টিম ইন্ডিয়া হিসেবে গড়ে তোলেন সৌরভ। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স লাক না থাকায় সৌরভকে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের একেবারে দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে হয়। এখানেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ছাপিয়ে যান তাঁর উত্তরসূরী মহেন্দ্র সিং ধোনি। ধোনির আমলে এমন কোনও ট্রফি নেই যা পায়নি ভারত। ২০১১–এর বিশ্বকাপ জেতা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। এছাড়াও ধোনির অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং মিনি বিশ্বকাপও জিতে নিয়েছে। ধোনি সম্পর্কে একটা প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছে বাজারে যে মাহি টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ব্যর্থ (এবারের ইংল্যান্ড সফরে তাদের কাছে ১–৩ হার, অজিদের কাছে ঘরের মাঠে দুরমুশ হওয়া, এর আগেও ইংরেজদের কাছে সেদেশেই ০–৪ হোয়াইওয়াশ হওয়া) ঠিকই, কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে কিভাবে ক্যাপ্টেনশিপ করতে হয় তা বোধহয় ধোনির চেয়ে কেউ ভালো বোঝে না। এখানেই সবার থেকে আলাদা ধোনি। পাশাপাশি তাঁর কপালটাও খুবই চওড়া। বহুবার দেখা গিয়েছে একাধিক লজ্জাজনক পারফরমেন্সের অব্যবহিত পরে সেই মাহির হতে ধরেই ভারত অতিক্রম করেছে কোনও মাইলস্টোন।

আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্বকাপ। এখানেই ধোনির ভাগ্য এবং একদিনের ম্যাচে তাঁর ট্যাকটিসই হাতিয়ার টিম ইন্ডিয়ার। তাঁর আরও একটি সুবিধা এখনও পর্যন্ত ধোনির বিরুদ্ধাচারণ করার মতো কেউ ভারতীয় ক্রিকেটে নেই। সে কর্তাই হোক আর খেলোয়াড়। খোলা মনে এই দলকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন। যারা বা একটু ট্যা ফু করতো সেই যুবরাজ সিং বা হরভজন সিংরা এখন অতীত। আরও খারাপ জায়গায় অবস্থান করছেন একসময় ধোনির নেতৃত্বকে চাপে রাখা বীরেন্দ্র শেহবাগ। সামান্য কিছুটা ভালো জায়গায় রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। যদিও ভারতীয় দলের ভিতরের মহলের খবর মাহিকে তৈলমর্দন করে টিমে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন কেকেআর অধিনায়ক গম্ভীর। তবে শাহরুখের মুড বুঝলেও ধোনির ভাবগতিক এখনও ধরতে পারেননি তিনি। আগামী বিশ্বকাপে কাদের ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয়বার জয়ী হতে চান ধোনি। সেদিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়বে সুরেশ রায়নার দিকে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় দলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের পিছনে রায়নার অবদান অনস্বীকার্য। তার ওপর যুক্ত হয়েছে অজিঙ্ক রাহানে, রোহিত শর্মারা। বল হাতে ভেলকি দেখানোর পাশাপাশি ব্যাটের হাতেও জাদু দেখাচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন কিংবা রবীন্দ্র জাদেজারা। তবে ২০১৫–র বিশ্বকাপ উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য ঘরে তুলতে ধোনির তুরুপের তাস হতে চলেছেন বিরাট কোহলি। সহঅধিনায়কের ওপর তার নেতার প্রত্যাশাও অনেক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ব্যাড প্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বিরাট। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যোগ হয়েছিল গার্ল ফ্রেন্ড অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে তাঁর রাত কাটানো নিয়ে বিতর্ক। আশার কথা সেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে অনুষ্ঠিত একদিনের সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন কোহলি। এখন দেখার সামনের বিশ্বকাপে কতটা জাদু দেখাতে পারেন তিনি। মনে রাখতে ভারতকে শেষ বিশ্বকাপ জেতানোর নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন যুবরাজ সিং। তিনি না থাকলে সে জায়গাটা পূরণের দায়িত্ব কিন্তু কোহলিরই।

ভারতের গর্ব কমনওয়েলথ জয়ী হাওড়ার
সুখেনের স্বপ্ন–এশিয়াড পদক জয়ের

অভিজিত হাজরা

হাওড়া: ইত্তনচিত্তনকে পাখির চোখ করেছেন গ্লাসগোর 'গোল্ডেন বয়'। হাওড়ার আন্দুলের যুবক সুখেন দে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে এলেন কয়েক সপ্তাহ আগে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে। কমনওয়েলথ গেমসের ৫৬ কেজি বিভাগের ভারোত্তলনে সুখেন দে সোনা পান। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করলেও বাঙালিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সোনাজয়ী হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি ভারোত্তলনের ইতিহাসে কমনওয়েলথ গেমসে সোনার মেডেল জয় করলেন। হাওনার আন্দুলের দুইল্যার এই যুবক তারকা ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লিখালেন। কয়েকদিন আগে কমনওয়েলথ গেমসে সোনো জয় এখন সুখেনের কাছে অতীত হয়ে গিয়েছে।

কমনওয়েলথের গ্লাসগো শহর থেকে দিল্লিতে ফিরে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হওয়ার পর প্র্যাক্টিসে তিনি ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এই সেপ্টেম্বরে কেরিয়ার ইত্তনচিত্তনে এশিয়ান গেমস। আর ওই গেমসে পদক জয়ই এখন সুখেনের স্বপ্ন–লক্ষ্য। কমপক্ষে ২৬০ কেজি তুলতে হবে এশিয়াডে পদক জয় করতে হলে। ২৪৮ কেজি তিনি তুলেছিলেন কমনওয়েলথের গ্লাসগোয়। কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের হাত থেকে দিল্লিতে সংবর্ধনা নিয়ে সুখেনের বক্তব্য মাত্র ৬ সপ্তাহের প্রস্তুতিতে ১২ কেজির বেশি ওজন তোলার কাজ খুবই কষ্ট সাধ্য। কিন্তু হাল ছাড়তে চাই না। সেই কারণে এখন দিন–রাত একত করে প্র্যাক্টিস করছি। গ্লাসগোয় পদক জয় করার পর ও হাওড়ার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। এশিয়াডে পদক জয় করার পর হাওড়ার বাড়িতে যাব। সুখেনের অতীত শৈশব–কৈশোরের লড়াই দেখে বোঝা যায়, তিনি হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। আন্দুলের ছেলে সুখেল ছেলেবেলা থেকে ভারোত্তলনে প্রতিভা থাকলেও দারিদ্রতার কারণে নজর কারড়তে পারেনি। খাওয়াদাওয়ার অভাব ছিল। ভারোত্তলনে নিজেকেত প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দুল গ্রাম ছাড়েন ১৫ বছর বয়সে। অনেক কষ্ট করে শেষপর্যন্ত পুনের মিলিটারি ভারোত্তলন অ্যাকাদেমিতে জায়গা করে নেন। এখান থেকেই নতুন করে তার লড়াই শুরু হয়। দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসে তিনি রূপা জয়থ

করেন ২০১০ সালে। তারপর তার গায়ে ডোপির কেলেঙ্কারিরর অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ কাটিয়ে উঠে অদম্য জেদেই তিনি এবার গ্লাসগোয় সোনা জিতে অভিযোগকারীদেরি মিথ্যার জবাব দিলেন।

হাওড়ার অর্জুন পুরস্কার পাওয়া ভারোত্তনোকত লক্ষীকান্ত দাস বলেন, যে ছেলের ক্রীড়া জেদ সে শুধু এশিয়ান গেমসে নয়, অলিম্পিকেও পদক জয় করতে পারবেন। হাওড়ার এই দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে সুখেন এশিয়াডে পদক জয় করুন।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন
প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে শুভঙ্কর

রাজ্য অ্যাথেলেটিক্সের একটি ছবি। নেট থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতা: হাওড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত ঝিখিরা এক দুধ ছানা ব্যবসায়ীর ছেলে রাজ্য অ্যাথেলেটিক্সে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হলেন। ঝিখিরা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল তেকেত উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে শুভঙ্কর ঘোষ জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজে পাঠরত।

শুভঙ্কর ঘোষ ঝিখিরার দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা। ১০,০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার দৌড় ও রিলেরেসে তিনটি সোনা ও একটি রূপার পদক জয় করে হাওড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের শুভঙ্কর কলকাকতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অ্যাথেলেটিক্সের রসদস্য হিসেবে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়নে মুকুট জয় করে চমকত সৃষ্টি করেছেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিতে ৪টি সোনার মধ্যে ৩টি এনে দেওয়ার জন্য সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ক্রীড়া দিবসে শুভঙ্করকে সংবর্ধনা দিয়ে স্মারক, উত্তরীয়, খেলার প্রয়োজনীয় কীটস তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শেষ কবে অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার স্মরণে আনতে পারলেন না। তাই এই ২০১৪ হাওড়া জেলার ঝিখিরা'র দুর্গাপুর গদ্রামের ছেলের শুভঙ্করের কাছে যেন স্বর্ণজ্জ্বল হয়ে থাকল, তেমনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছেও স্বর্ণজ্জ্বল হয়ে থাকল। আমতা কেন্দ্রের কংগ্রেসের বিধায়ক অসিত মিত্র শুভঙ্করের এই জয়ের পর মন্তব্য করলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের এই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে শুভঙ্কর যাতে সর্বভারতীয় ও বিশ্বের দরবারে তার ক্রীড়া নৈপুন্য দেখাতে পারে এবং সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে তার জন্য সমস্ত চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি শ্রীমিত্র এলাকার ক্রীড়া সংস্থা, সামাজিক সংস্থা এবং সহৃদয় মানুষজনের সহযোগিতার আবেদন জানান।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাস–এ মৃত্যু দিন। সুবিখ্যাত দেশসেবক। ম্যাট্রিক পাশ করে কংগ্রেসে ও পরে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবিতে ৬৩ দিন একটানা অনশন করে কারাগারে মারা যান।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন–এর মৃত্যু দিন। 'কান্তকবি' নামে বহু স্বদেশী গান রচনা করে দেশের অন্তর জয় করেন। তাঁর রচিত 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এক সময় বাংলার গ্রামে–গ্রামে ধ্বনিত হত।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

জননায়ক হয়দয়াল নাগ–এর জন্ম দিন। অখণ্ড বাংলার অনন্য সাধারণ জননেতা। গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বানে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। চাঁদপুর অঞ্চল কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে নেন। আসামের চা–বাগানের শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। দেশজননীকে সেবার পুরস্কার স্বরূপ বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের রজত–জয়ন্তী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

শহিদ সন্তোষকুমার মিত্র–এর মৃত্যু দিন। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন শুরু। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

শহিদ তারকেশ্বর সেন–এর মৃত্যু দিন। হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ গুলিবর্ষণ করার ফলে তারকেশ্বর নিহত হন।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

বিপ্লবী রবীন চট্টোপাধ্যায়–এর মৃত্যু দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার প্রথম অনুপ্রেরণা পান মায়ের কাছে। লেখাপড়ার জন্য হুগলি থেকে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসেন।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

দেশভক্ত হেমচন্দ্র খাসনবিশ–এর মৃত্যু দিন। ফরিদপুরের জননেতা। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে কারারুদ্ধ হন। জেলার প্রতিটি কর্মতৎপরতাতেই তাঁকে পুরোধারূপে দেখা যেত। পরবর্তীকালে তিনি বন্দীশালায় বহু নির্যাতন সহ্য করেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। সেজন্যে অকাল ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

ভুপতি মণ্ডল–এর মৃত্যু দিন। মেদিনীপুর জেলায় 'বি ভি'–র যে সংগঠন শহিদ দীনেশ গুপ্ত গড়ে তোলেন তার এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন ভুপতি মণ্ডল। ১৯৩১–৩৩ পেডি, ডগলাস ও বার্জ হত্যার পিছনে যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেওয়া হয় ভুপতিবাবু তাঁর অংশীদার ছিলেন।

সোহম বড় পণ্ডা, দ্বিতীয় শ্রেণী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, দমদম।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

ধাঁধা

গত সংখ্যার উত্তর: বিদ্যা।

তিন অক্ষরের নাম তার,
সর্বলোকে খায়।
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে,
জেলে যেতে হয়।

ধাঁধা লিখেছেন
মেখলা সরকার

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ১৯.০৯.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।